রাঁচি, শনিবার

29:04:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>197 >>15 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৯৭ >> << ১৫ই, বৈশাখ ১৪৩০>>

সুদান থেকে ১ হাজারের বেশি নাগরিককে সরিয়ে নিয়েছে ভারত

সুদান ঃ ভারত তার প্রায় ১১০০ নাগরিককে সুদান থেকে সরিয়ে নিয়েছে। সংঘর্ষে বিপর্যস্ত আফ্রিকার এই দেশটিতে সেনাবাহিনী এবং একটি আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হওয়ার পর থেকে ভারত সেখানে আটকে পড়া তার নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়া শুরু করে। ২৭ এপ্রিল ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিনয় কোয়াত্রা নয়াদিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে সংবাদদাতাদের বলেন, আরও শত শত মানুষ পোর্ট সুদানে পৌঁছেছে এবং তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রক জানায়, পোর্ট সুদানের ডকে থাকা নৌবাহিনীর জাহাজে করে ভারতীয়দেরকে সৌদি আরবের জেদ্দায় আনা হচ্ছে। সেখান থেকে তাদেরকে ভারতে পাঠানো হবে। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত আফ্রিকান দেশটির পরিস্থিতিকে অত্যন্ত অস্থিতিশীল বলে অভিহিত করেছেন। তিন দিনের যুদ্ধবিরতি সুদানের তীব্র লড়াইয়ে কিছু অবকাশ এনে দেওয়ার কারণে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে যে দেশগুলো তাদের নাগরিক ও কূটনীতিকদেরকে সরিয়ে নেওয়ার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, ভারত তার মধ্যে অন্যতম। বৃহস্পতিবার এই যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার কথা। সুদানে আনুমানিক সাড়ে তিন হাজার ভারতীয় নাগরিক রয়েছে। আরও এক হাজার ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিক যারা দেশটিতে কয়েক প্রজন্ম ধরে বসবাস করছেন, তারাও নিরাপদে সুদান থেকে বের হয়ে যেতে চান।

বাজার দর
SENSEX : 61112.44 +463.06
NIFTY : 18065.00 +149.95

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
32.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .15 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .17 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 57,700 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 60,380 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 81,300 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

উগান্ডায় বিরোধী দলের ১১ নারী আইনপ্রণেতা গ্রেফতার

উগান্ডা ঃ উগান্ডায় পুলিশের নৃশংসতার প্রতিবাদে বিক্ষোভের সময় ১১ জন বিরোধী দলীয় নারী আইনপ্রণেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনপ্রণেতারা বৃহস্পতিবার সকালে কালো পোশাক পরে রাস্তায় নামেন। নারীদের অধিকার লঙ্ঘন এবং তাদের জীবন যে হুমকির সম্মুখীন তা অভিহিত করার জন্য তারা সোচ্চার হন এবং একে সংবিধানেরও লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেন। আইনপ্রণেতারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে যাওয়ার চেষ্টা করলেপুলিশের সংগে নারীদের হাতাহাতি শুরু হয়। .আইনপ্রণেতাদের মধ্যকার একজন জয়েস বাগালা নারীদের কিছু অভিযোগের বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি নারী দিবসের একটি অনুষ্ঠানে তার এক সহকর্মীকে পুলিশ মারধর করে। তিনি বলেন, সুসান মুগাবেকে মারধর করা হয়, তার উপরে কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়েছে। তার উপরে গুলি ছোড়া হয়েছে ছিল। তার বোনকে মারধর করা হয়েছে পুলিশ কর্মকর্তারা তার গায়ে হাত দিয়েছে এবং তাকে প্রায় উলঙ্গ করার মত অবস্থা সৃষ্টি করেছিল ।(নারী দিবস) উদযাপনের আগে পুলিশ তার মাকেও গ্রেপ্তার করেছিল। তার বাবাকে বাড়ির ভিতরে আটকে রাখা হয়েছিল। সুতরাং, এই সমস্ত কিছুই লঙ্ঘন। বাগালা আরও বলেন, তার নির্বাচনী এলাকায় নারীদিবসের অনুষ্ঠানে তাঁর দিকে লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং তাকে দিবসটি উদযাপন করতে দেয়া হয়নি। তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্যের জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদেরপাওয়া যায়নি। কেন্দ্রীয় পুলিশ স্টেশনে সংসদের স্পিকারের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন তাঁরা। সেখানেই আইনপ্রণেতাদের আটক রাখা হয়েছিল।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের কেন্দ্র অনুযায়ী পর্যালোচনা বৈঠক

শিলচর, করিমগঞ্জ সহ ৫ টি লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক, আগামীকাল ৬ টি কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের লক্ষ্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বিজেপির সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিও এবার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৎপর হয়ে উঠেছে। রাজিব ভবনে আযো়জিত পর্যালোচনা বৈঠকের মাধ্যমে শিলচর, করিমগঞ্জ সহ রাজ্যের ৫ টি লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির শীর্ষস্থরের নেতিবর্গ। আগামীকাল ৬ টি কেন্দ্রের প্রতিনিধির সঙ্গে একইভাবে বৈঠকে মিলিত হবে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা। বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে স্থানীয় কেন্দ্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের রাজীব ভবনে আযো়জিত দুই দিনের পর্যালোচনা বৈঠকের প্রথম দিন বৃহস্পতিবার সর্বপ্রথম শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। এই বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক তথা এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং, সভাপতি ভূপেন বরা, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক পৃথ্বীরাজ প্রভাকর, বিধানসভার দলীয় নেতা দেবব্রত শইকীয়া, উপদলপতি রকিবুল হোসেন প্রমুখ নেতার উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। একইভাবে এরপর করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নেতারা। এরপর ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র, ডিফু লোকসভা কেন্দ্র এবং কোকরাঝাড় লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয় স্থানীয় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষস্থরের নেতারা।

জাতিসংঘে হাইতির প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন

নিউ ইয়র্ক ঃ বুধবার হাইতির প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তার সরকারের আবেদন জোরদার করেছেন যে, তারা যাতে দ্বীপরাষ্ট্রটির রাজধানী এবং বৃহত্তর অঞ্চলে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখা সশস্ত্র অপরাধী চক্রের খপ্পর ভাঙতে সহায়তা করে। হাইতিতে কমপক্ষে সাতটি বড় গ্যাং জোট এবং সংশ্লিষ্ট প্রায় ২০০টি গ্রুপ আছে। দেশটির পুলিশ বাহিনী দুর্বল এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত নয়। জাতিসংঘ বলেছে, প্রতি ১ হাজার হাইতিয়াবাসীর জন্য ১ দশমিক ২ জন পুলিশ রয়েছে। বছরের শুরু থেকে অপরাধীচক্রের সদস্যরা কমপক্ষে ২২ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে। এছাড়া ৮০০টির বেশি নিশ্চিত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এগুলোর বেশিরভাগই জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের শেষের মধ্যে রাজধানীতে সংঘটিত হয়েছে। জাতিসংঘের মাদকদ্রব্য এবং অপরাধ সংক্রান্ত কার্যালয় বলছে, হাইতিতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বন্দুক এবং গোলাবারুদ পাচারের কারণে সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশটি যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপে কলম্বিয়ান কোকেন এবং জ্যামাইকান গাজা প্রেরণের আঁতুড়ঘর। গত মাসে একটি প্রতিবেদনে ইউএনওডিসি বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশেষ করে ফ্লোরিডা রাজ্য হাইতিতে স্থল, আকাশ এবং প্রায়শই সমুদ্রপথে আসা অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের প্রধান উৎস। নেটওয়ার্কগুলো যুক্তরাষ্ট্রের শিথিল বন্দুক নিয়ন্ত্রণ আইন এবং বন্দুক ক্রয়বিক্রয়ের স্বল্প বিধিনিষেধের সুবিধা নিয়ে সেখান থেকে বন্দুক সংগ্রহ করে এবং ফ্লোরিডা হয়ে হাইতিতে তা পাচার করে। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাইফেল যেমন, একে ফর্টি সেভেন এস, এআর ফিফটিন এস এবং গ্যালিলস। গত অক্টোবরে নিরাপত্তা পরিষদ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা, সম্পদ জব্দ এবং ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাসহ হাইতির গ্যাংগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

নারী ও মেয়েদের ওপর তালিবানের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ভোট দিতে যাচ্ছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ

জেনেভা ঃ আফগানিস্তানের তালিবান নেতৃবৃন্দকে শিক্ষা ও কর্মস্থলে নারীদের প্রবেশাধিকারের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা দ্রুত প্রত্যাহার করা সহ আফগানিস্তানে জাতিসংঘের স্থানীয় নারী কর্মীদের ওপর সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞার নিন্দা জানাতে বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভোটভুটি হতে যাচ্ছে। খসড়া প্রস্তাবটি ভয়েস অব আমেরিকা প্রত্যক্ষ করেছে যাতে আফগানিস্তানে তালিবান আরোপিত নারী ও বালিকাদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি ক্রমবর্ধমান সম্মান হ্রাসে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং জাপান যৌথভাবে ঐ প্রস্তাবটির খসড়া তৈরি করেছে। কূটনীতিকরা আশা করছেন যে ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাবটি গৃহীত হবে।

প্রস্তাবটিতে জাতিসংঘের ইতিহাসে নারী আফগান কর্মীদের ওপর নিষেধাজ্ঞাকে নজিরবিহীন আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে, এটা মানবাধিকার ও মানবিক নীতিকে ক্ষুণ্ণ করছে। এটি আফগান সমাজে নারীদেরঅপরিহার্য ভূমিকা পুনর্ব্যক্ত করবে। আফগানিস্তানে জাতিসংঘের নারী কর্মী এবং বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত নারীদের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে তা দেশটিতে জীবন রক্ষাকারী সহায়তা ও মৌলিক সেবা প্রদানসহ জাতিসংঘের কার্যক্রমের উপরে নেতিবাচক ও মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। আফগানিস্তানে নারীদের ওপর তালিবানের ক্রমবর্ধমান দমনপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে কি করা উচিত তা নিয়ে আলোচনার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস আগামী ১-২ মে কাতারের দোহায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে যখন রুদ্ধদ্বার বৈঠকের আযো়জেন করার পরিকল্পনা করছেন তারই প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার জাতিসংঘে ঐ খসড়া প্রস্তাবে ভোট হতে যাচ্ছে। আফগান যুদ্ধে প্রায় দুই দশক জড়িত থাকার পর যুক্তরাষ্ট্র ও নেটো সৈন্য প্রত্যাহারের পর ২০২১ সালের আগস্টে তালিবান পুনরায় ক্ষমতা দখল করে।

বনধ কোচবিহারে বনধের সমর্থনে মিছিল করছিল বিজেপি কর্মীরা

অশান্ত উত্তরবঙ্গ, বোমা, ভাঙচুর, অবরোধ

কলকাতা ঃ কালিয়াগঞ্জের ঘটনার প্রতিবাদে ১২ ঘণ্টার বনধ ডেকেছিল বিজেপি। সেই বনধে উত্তরবঙ্গে ব্যাপক অশান্তি হলো।

কালিয়াগঞ্জে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ তদন্তে নেমে তার দেহ নির্মমভাবে ঝুলিয়ে থানায় নিয়ে যায়। এরপরই বিক্ষোভে উত্তাল হয় কালিয়াগঞ্জ। থানায় আগুন ধরানো হয়। পুলিশকে আক্রমণ করে উত্তেজিত জনতা। তারপর পুলিশ তল্লাশির নামে রাতে গিয়ে এক বিজেপি সমর্থককে গুলি করে হত্যা করে। এরপর উত্তেজনা আরো বাড়ে। এরই প্রতিবাদে শুক্রবার ১২ ঘণ্টার বনধ ডেকেছিল বিজেপি। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, পুলিশের পাশাপাশি তৃণমূলের কর্মীরাও বনধ ব্যর্থ করার জন্য রাস্তায় নেমে পড়ে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল তাদের দলীয় অফিস ভাঙচুর করেছে। পাল্টা একই অভিযোগ তৃণমূলেরও। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দিনাজপুরে অশান্তি হয়েছে।

ভেটাগুড়িতে বোমাবাজি ও বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে। কোচবিহারে চাকির মোড়ে সরকারি বাস ভাঙা হয়েছে। কোচবিহার থেকে দিনহাটাগামী বাসের সামনের কাচ পাথরের আঘাতে ভেঙে যায়। বাসের চালকরা মাথায় হেলমেট পরে বাস চালাতে থাকেন। বেসরকারি বাস খুব একটা চলেনি।

কোচবিহারে বনধের সমর্থনে মিছিল করছিল বিজেপি কর্মীরা। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলে। পুলিসের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের ধ্বস্তাধস্তি হয়।

জলপাইগুড়িতেও বনধ নিয়ে গোলমাল হয়েছে। প্রচুর পুলিশ ও দাঙ্গারোধী পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মালদহে বিভিন্ন জায়গায় বনধে ভালো সাড়া পাওয়া গেছে। আলিপুরদুয়ারেও দোকান খোলেনি। বাস বেশি চলেনি। শিলিগুড়িতে জোর করে দোকান বন্ধ করে দেয়া হয় বলে অভিয়োগ।

বিজেপি কর্মীরা ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করায় আসামের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সড়কপথে যোগাযোগ অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল।

অন্যদিকে কালিয়াগঞ্জের ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও আইজিকে সাতদিনের মধ্যে দিল্লিতে তফসিলি কমিশনে আসতে বলা হয়েছে।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

পাকুয়াহাটের জমি ভূমি মাফিয়াদের হাত থেকে বাঁচাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে তদন্তের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

মালদা ঃ মহামান্য উচ্চ আদালত জানিয়ে দিয়েছে মালদার পাকুয়াহাটের জায়গা কোনরকম ভাবে দখলদারি করা যাবে না। কিভাবে এই জায়গার দলিল তৈরি হলো এবং জায়গা কেনাবেচা হলো তা তদারকি করতে জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও গোটা রাজ্যে যেখানে হাট রয়েছে সেই সব জায়গার জমিও কোনো রকম ভাবে দখলদারি করা যাবে না। সুভাষ বর্মন বলেন, ২০২১ সালে আমরা পাকুয়াহাট বাঁচাও অভিযান চালিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি এবং ব্যবসায়ীদের পাশে নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছিলাম। তারই একটি রায় ১৮ এপ্রিল জানিয়ে দিয়েছে মহামান্য উচ্চ আদালত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই পাকুয়াহাটের জায়গার জবর দখলের অভিযোগ উঠেছিল স্থানীয় কিছু জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। এমনকি এই জায়গায় অনেক পাকা দেওয়ালে উঠে গিয়েছে। প্লটও করা হয়েছে। কিন্তু জমি কেনাবেচা হলেও নিজেদের নামে রেকর্ড করতে পারেন নি মাটি মাফিয়ারা। এনিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চলছে।

পাকুয়াহাট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সুভাষ বর্মন বলেন, প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার এবং শুক্রবার করে এই হাটটি বসে। প্রায় দশ হাজার বিক্রেতা রয়েছে এই হাটে। মালদা শুধু নয়, উত্তরবঙ্গের মধ্যে বিশাল বড় এই হাট। আর এই হাটের জমি দখল নিয়েই বিস্তর অভিযোগ উঠেছিল। সে ব্যাপারে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলাম। হাইকোর্টের মামলা করা হয়েছিল। এর পরবর্তীতেই জেলাশাসককে হাট বাঁচানোর ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে মহামান্য উচ্চ আদালত।

বাইক পাশ দিতে গিয়ে গর্তের মধ্যে চাকা বসে পাথর বোঝাই ট্রাক উল্টে গিয়ে ঘটলো বিপত্তি

মালদাঃ বাইক পাশ দিতে গিয়ে গর্তের মধ্যে চাকা বসে পাথর বোঝাই ট্রাক উল্টে গিয়ে ঘটলো বিপত্তি।অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন ট্রাক চালক ও খালাসী।ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকাল নয়টা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নং ব্লকের সাদলিচক গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমেদপুর এলাকার হঠাৎ পাড়া গ্রামে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,পাথর বোঝাই ট্রাকটি হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে কুমেদপুর হয়ে বিহারে যাচ্ছিল।কুমেদপুর পেট্রোল পাম্পের নিকটে একটি বাইক কে পাশ দিতে গিয়ে গর্তের মধ্যে চাকা বসে গিয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।তবে এই দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া না গেলেও গুরুতরভাবে জখম হয় ট্রাক চালক টুন টুন চৌধুরী।স্থানীয়দের অভিযোগ,বছরখানেক আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে রাস্তাটি মেরামত করা হয়েছিল।বছর খানেক কাটতে না কাটতেই রাস্তায় বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়ে গেছে।এই জন্য নিত্যদিন ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটছে।

কালিয়াগঞ্জ ধর্ষণ মামলায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে কেপিপি আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ কালিয়াগঞ্জে দশম শ্রেণীর ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে ও সঠিক তদন্তের দাবিতে কালিয়াগঞ্জে আন্দোলন সংগঠিত করতে চলেছে কামতপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টি। আগামীকাল অর্থাৎ ২৫ শে এপ্রিল কালিয়াগঞ্জে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন তারা এবং এই ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি তুলে কালিয়াগঞ্জ ক্ষুদ্র অফিসে একটি স্বারকলিপি তুলে দেওয়া হবে। সোমবার,শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানান কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির সদস্যরা।

চার চাকার গাড়ি এবং বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় বাইক চালকের

শিলিগুড়ি। সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহাকুমার নকশালবাড়ির লালপুলে একটি যাত্রীবাহী চার চাকার গাড়ি এবং বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। যাত্রীবাহী চার চাকার গাড়িটি নকশালবাড়ি থেকে পানিঘাটার দিকে যাচ্ছিল ঠিক অপরদিকে পানিঘাটা থেকে নকশাল বাড়ির দিকে আসা বাইকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বাইক চালক নিতেন শর্মা (২৪) । মৃত যুবক ওলডাঙ্গির বাসিন্দা। এরপর মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অপরদিকে বাইক এবং চার চাকার গাড়ি টিকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি থানায় নিয়ে আসে

বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবীতে পথ অবরোধ

জলপাইগুড়ি ঃ ৩১ নং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন জলপাইগুড়ি মোহিত নগর গোল ঘুমটি এলাকায় রয়েছে উড়াল পুল।আর এই উড়াল পুল সংলগ্ন সার্ভিস রোড দিয়ে প্রচুর যানবাহন, বাইক, টোটো রিক্সা প্রভৃতি নিয়ে প্রচুর মানুষজন নিয়মিত যাতায়াত করে। অভিযোগ গত ৫ বছর ধরে এই রাস্তা বেহাল। খানা খন্দে ভরে গেছে। এই রাস্তাটি যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়া স্বত্তেও বিকল্প রাস্তা না থাকার কারনে মানুষ এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করে। ফলে নিত্যদিন পথ দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। এই সার্ভিস রোড মেরামতের দাবীতে সোমবার দুপুরে পথ অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দা ও বামপন্থী টোটো চালক ইউনিয়নের সদস্যরা। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে চলে পথ অবরোধ। পরে রাস্তা মেরামতের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

নিউ বালক সংঘ শিলিগুড়ির বিচরণকারী স্নাতক যুবকদের সাহায্য করেছিল

শিলিগুড়ি ঃ স্নাতক পাস ১৫ বছরের ভবঘুরে কে চুল দাড়ি কেটে স্নান করিয়ে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোর চেষ্টা নিউ বালক সংঘের।

নাম রাজু বিশ্বাস শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে গ্রাজুয়েট ছেলে ১৫ বছর ধরে ভবঘুরে। বড় বড় চুল দাড়ি দীর্ঘদিন ধরে স্নান না করায় দেখা দিচ্ছিল শারীরিক সমস্যা।রাজুকে স্বাভাবিক জিবনে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ ভূমিকা নিল নিউ বালক সংঘ ও শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ভবঘুরে কে চুল দাড়ি কেটে স্নান করিয়ে নতুন জামা পরিয়ে পরবর্তীতে চিকিৎসা করে কাজের ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরেয়ে আনতে চায় নিউ বালক সংঘের সদস্যরা।একটা সময় এই রাজু এই ক্লাবেরই সদস্য ছিল। দায়িত্বভার সামলিয়ে ছিল ক্লাবের। রাজুকে দিয়ে এই উদ্যোগ শুভ আরম্ভ হলেও আগামীতে আরো ভবঘুরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে অঙ্গীকার করলেন বালক সংঘের সদস্যরা।এই ধরনের উদ্যোগে খুশি সাধারণ মানুষ। চারটি সোনা সমেত সতেরো টি পদক ঘরে তুললো জলপাইগুড়ি বড়বাড়ি স্পোর্টস তাইকোনডো একাডেমি।

গত ১৪ থেকে ১৬ এপ্রিল শিলিগুড়ি ত্যাইকুণ্ড অ্যাসোসিয়েশন জেনিসিস একাডেমিতে নর্থবেঙ্গল ইনভেটেশনাল তাইকুন্ডু চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ।

উত্তরবঙ্গের সব জেলা থেকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় বিভিন্ন বয়সের তাইকুন্ড শিক্ষার্থীরা এর সাথে কোলকাতা ও সিকিম রাজ্য থেকেও বিভিন্ন দল অংশগ্রহণ করেছিলো । এই প্রতিযোগিতায় জলপাইগুড়ি বড়োবাড়ি স্পোর্টস তাইকোনডো একাডেমি অংশগ্রহণ করেছিলো।

এই প্রসঙ্গে লেডি কোচ টিনা দাস বলেন আমাদের ওখানে ১৫ জন কিউরোগী ও ৩ জন পুমসে তে অংশগ্রহণ করে ,তার মোধ্যে ১৭ টি মেডেল আমরা আনতে পেরেছি, যার মধ্যে ৪ টে সোনা ৭ সিলভার ৬ টি ব্রোঞ্চ । এই বিজয়কে স্বরনীয় করে রাখতে এবং খেলোয়াড় দের আরো উৎসাহিত করতেই এই অনুষ্ঠানের আযোজন, আমরা বিজয়ীদের হাতে আমরা মেডেল ও সার্টিফিকেট তুলে দিলাম । ভবিষ্যতে যেন আমরা শুধু সোনা ই জিতে আসতে আনতে পারি তার জন্য ভীষণভাবে সচেষ্ট হতে হবে আমাদের।

১৯ টা মোষ সমেত ১৪ চাকা গাড়ি আটোক, গাড়ির চালক গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ গত কাল রাতে বাংলাদেশে মোস পাচারে আগে শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ি থেকে ১৯ টা মোষ সমেত ১৪ চাকা গাড়ি আটোক করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মোষ গুলিকে বিহার থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। গাড়ির চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত গাড়ির চালকের নাম হলো এম ডি হোসেন বাড়ি হলো বিহার। সোমবার ধৃতোকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

তৃণমূল ছেড়ে প্রায় ৫০ জন যোগদান করেন বিজেপি সংখ্যা লঘু মোর্চাতে

মালদা ঃ গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটের আগে আবারো জোর ধাক্কা শাসক শিবিরে।তৃণমূল ছেড়ে প্রায় ৫০ জন সংখ্যা লঘু বিজেপি সংখ্যা লঘু মোর্চাতে যোগদান করেন দাবি বিজেপি নেতৃত্বের।রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ মানিকচক ব্লক বিজেপি প্রধান কার্যালয়ে যোগদান সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিন মালদা বিজেপি সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক গৌর চন্দ্র মন্ডল,দক্ষিন মালদা বিজেপি সাংগঠনিক সংখ্যা লঘু মোর্চার সভাপতি আব্দুর সালাম সহ বিজেপি নেতৃত্ব।জানা গেছে,এদিন মানিকচকের এনায়েতপুর অঞ্চল থেকে প্রায় ৫০ জন সক্রিয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা বিজেপিতে যোগদান করেন দাবি বিজেপি নেতৃত্বের।এই যোগদান আগামী গ্রাম পঞ্চায়েত ভোট বাড়তি অক্সিজেন পাবে বলে জানান বিজেপি সংখ্যা লঘু মোর্চা সভাপতি আব্দুর সালাম।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক রাজমিস্ত্রির

জলপাইগুড়ি ঃ ফের ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক পথচারীর । রাতে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ঘাতক ডাম্পার রাজমিস্ত্রির প্রাণ কাড়ল। রাজগঞ্জের আমবাড়ি চেউলিবাড়ী এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সঞ্জয় রায় (৩৪)। রবিবার রাতে এক অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি ডাম্পার পেছন দিক থেকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। স্থানীয়দের অভিযোগ, এর আগেও এলাকায় ডাম্পারের ধাক্কায় একজনের মৃত্যু হয়েছিল। গজলডোবা ফুলবাড়ি ক্যানাল রোডে করোতোয়া সেতু বেশ কয়েক মাস ধরে বন্ধ থাকায় ভারী যানবাহন ঘুরে যাতায়াত করছে ওই রাস্তা দিয়ে। ফলে দিনরাত যে কোনও

কালিয়াগঞ্জে যুবতীর মর্মান্তিক হত্যার ঘটনায় গাজোল বামনগোলা মোড়ে এবিভিপির ডাকে পথ আবরোধ

মালদা ঃকালিয়াগঞ্জে যুবতীর মর্মান্তিক হত্যার ঘটনায় দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে সোমবার পথ আবরোধ বিজেপির শাখা সংগঠন এবিভিপি। এদিন গাজোল বামনগোলা মোড়ে এবিভিপির ডাকে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করার দাবিতে পথ আবরোধ করে, রাস্তার মাঝে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করা হয়। গাজোল ব্লকের বামনগোলা মোড়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এবিভিপির কর্মী সমর্থকেরা। ওই সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা জানিয়েছেন, দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে । যদি দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়ায় হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।

দলীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগে তুফানগঞ্জে বাঁশ বাতাম নিয়ে মিছিল করেছে বিজেপি ও তৃণমূল

কোচবিহার ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর সভার আগে তৃণমূলের পতাকা ছেরার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। পাল্টা বিজেপির দলীয় পতাকা ছেরার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তুফানগঞ্জ এর চিলাখানা এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়ন বিশাল পুলিশ বাহিনী। সোমবার সকালে তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত চিলাখানা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চিলাখানা বাজার এলাকায় তৃণমূলের দলীয় পতাকা খুলে ফেলার অভিযোগ উঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে পতাকা খুলে ফেলার অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর বাঁশ বাটাম নিয়ে মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস। অপরদিকে পাল্টা মিছিল করে বিজেপি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়া এলাকায়। অবশেষে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশর ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপ ভ্যানের পেছনে সজরে ধাক্কা, গুরুতর আহত বাইক আরোহী

জলপাইগুড়ি। ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপ ভ্যানের পেছনে সজরে ধাক্কা বাইকের ঘটনায় গুরুতর আহত বাইক আরোহী। মঙ্গলবার সকাল ১০ঃ১০ নাগাদ ঘটনাটি ঘটে ৪৮ নং এশিয়ান জাতীয় সড়কের ঠাকুরপাট মোড়ে। আহত বাইক আরোহীকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান দমকলের কর্মীরা। জানা গেছে গয়েরকাটা থেকে ধুপগুড়ি আসার পথে ঠাকুর পাঠের ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে ছিল পরপর কয়েকটি গাড়ি আর শেষে পিকআপ ভ্যানের পেছনে সজোরে একই দিক থেকে আসা একটি বাইক দ্রুত গতিতে ধাক্কা মারে যার ফলে এই দুর্ঘটনা।ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন ধুপগুড়ি থানার পুলিশ গাড়ি দুটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জাল আধার কার্ড দিয়ে ভারতে জমি কেনার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার এক বাংলাদেশি

শিলিগুড়ি ঃ ভারতে জমি কিনতে গিয়েই গ্রেপ্তার হলেন এক বাংলাদেশী।ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের আশিগড় ফাঁড়ির পুলিশ। রেজিস্ট্রি অফিস বাইরের এলাকা থেকে গ্রেফতার করেন এক বাংলাদেশীকে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। সূত্রের মাধ্যমে খবর আসে পুলিশের কাছে।এক বাংলাদেশী ভারতে জমিতে এসেছে এবং পুলিশের কাছে আগেই খবর আসে। বাংলাদেশ থেকে একজন ভারতের জমি কিনতে এসেছিলেন । পুলিশের কাছে আগেই গোপন সূত্রে খবর আসে যে শিলিগুড়ি আশিঘর রেজিস্ট্রি অফিসে এক বাংলাদেশী জমি রেজিস্ট্রি করবে সেই রখম খবর আসে।রেজিস্ট্রি অফিসের বাইরে ছক পেতে বসেছিল পুলিশ যে মুহূর্তে বাংলাদেশে আসে পুলিশ সেই ব্যক্তিকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে।

ভিন্ন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হলো এক শ্রমিকের

মালদা। ভিন্ন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হলো এক শ্রমিকের। অসহায় পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা তৃণমূল নেতা অরুপ দাস।ঘটনাকে ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত নুরপুর অঞ্চলের ব্রাহ্মণ গ্রাম এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম ইসমাইল শেখ (২৩)। পরিবারের বৃদ্ধ বাবা,মা,স্ত্রী এবং একটি সাত মাসের কন্যা সন্তান রয়েছে। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,পরিবারের আর্থিক অনটন মেটাতে প্রায় দুই মাস আগে কেরালায় যায় শ্রমিকের কাজে।কাজ করার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরে ইসমাইল।পরবর্তী তিনি কেরালা থেকে গ্রামের বাড়ি অর্থাৎ নুরপুরে ফিরে আসেন।বাড়িতে আবারো অসুস্থ হয়ে পরেন তিনি।চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ভর্তি করেন পরিবারের লোকজন।জানা গেছে কিডনি সমস্যার কারণে রবিবার মৃত্যু হয় যুবকের।সোমবার সকাল নাগাদ মৃতদেহ বাড়ি নিয়ে আসেন।যুবকের অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকা জুড়ে।

কালিয়াগঞ্জ কান্ডে ৪ জন ASI কে অপসারিত করা হলো বলে জানান জেলা পুলিশ সুপার

উত্তর দিনাজপুর ঃ কালিয়াগঞ্জ কান্ডে চার জন এএসআই কে অপসারিত করা হলো বলে জানালেন রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মহঃ সানা আক্তার।নাবালিকার মৃতদেহ যে ভাবে অমানবিক ভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিলো পুলিশ সেই ঘটনার জেরে ওই চার পুলিশ অফিসারদের অপসারিত করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার।অন্যদিকে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী বিষক্রিয়ার জেরে ওই নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে বলে ফের জানালেন রায়গঞ্জের পুলিশ সুপার।পাশাপাশি ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না দেওয়ার যে অভিযোগ মৃতার পরিবার ও জাতীয় শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের তরফ থেকে করা হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সুপারের বক্তব্য,পুলিশের কাছে লিখিত আবেদন করলে আইন অনুযায়ী যে নিয়মে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেওয়া হয় সেভাবে রিপোর্ট তুলে দেওয়া হবে।তবে এই ঘটনার জেরে এলাকায় যে উত্তেজনা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো তা এখন অনেকটাই শান্ত এবং সবাইকে শান্তি বজায় রাখার আবেদন করেন তিনি।

কালিয়াগঞ্জ ধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

উত্তর দিনাজপুর ঃ কালিয়াগঞ্জের ঘটনায় ডলি বর্মনের হত্যা ও ধর্ষণ কারিদের শাস্তির দাবিতে পথে নামল বিশ্বহিন্দু পরিষদ।। সোমবার বিকালে ইসলামপুর শহরের চৌরঙ্গী মোরে জমাতে করে বিশ্বহিন্দু পরিষদ। এরপর সেখান থেকে দোষীদের শাস্তির দাবিতে ধিক্কার মিছিল বেড় করা হয় বিশ্বহিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে।। মিছিলটি ইসলামপুর শহর পরিক্রমা করার পর ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে এসে সমাপ্ত করা হয়।।

তৃণমূল একটি বড় দল, তাই গোষ্ঠীদন্দো আছে, বিরোধীদের এই দিকে মনোযোগ না দিয়ে তাদের প্রার্থী খুঁজে বের করা উচিত অভিষেক ব্যানার্জি

কোচবিহার ঃ তৃণমূল একটি বড় দল, তাই গোষ্ঠী দঙ্গেদা ও বিবাদ। বিরোধীদের উচিত তৃণমূলের দিকে নজর না দিয়ে নিজেদের দলের দিকে নজর দেওয়া। বিজেপির উচিত বিভিন্ন এলাকায় তাদের প্রার্থী তৈরি করা। তাদের কোনো প্রার্থীও নেই। এরপর তারা আবারও নির্বাচনের তারিখ বাড়ানোর জন্য হাইকোর্টে যাবেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দলের উপদলীয় বিরোধ এভাবেই ধামাচাপা দেন অভিষেক ব্যানার্জি। সোমবার কোচবিহারে পৌঁছে প্রথমে মদনমোহন মন্দিরে প্রার্থনা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। তিনি জানান, কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে পূজার পর আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাফল্যের আশীর্বাদ চেয়ে মঙ্গলবার থেকে প্রচার শুরু করছেন তিনি। কোচবিহার থেকে প্রচার শুরু করার কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন যে কিছু রাজনৈতিক দল তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বঙ্গভঙ্গের দিকে ঝুঁকছে। তিনি বলেছিলেন যে এটি উত্তরবঙ্গ, গৌড়বঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গ নয়, এটি একটি রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ এবং কোচবিহার এর প্রধান। বাংলার শুরু কোচবিহার থেকে। বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেছিলেন যে ৬০,০০০ বুথ রয়েছে, বিজেপির কাছে এত প্রার্থী নেই। তাদের এখন থেকেই প্রার্থী খুঁজে বের করা উচিত।

শিশু নিখোঁজের ঘটনায় ২৪ ঘন্টা কেটে গেলেও শিশুর কোন হদিস না মেলায় বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে শিশু নিখোঁজের ঘটনায় ২৪ ঘন্টা কেটে গেলেও এখন অব্দি নিখো শিশুর কোন রকমের হদিস না মেলায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বিজেপির যুব মোর্চা। ভ্রমর চা তরফে বলা হয় গতকালই ২৪ ঘন্টার সময় দেওয়া হয়েছিল সুপারকে কিন্তু সেই ২৪ ঘন্টা পেরিয়ে গেলে এখনো পর্যন্ত ওই শিশুর কোনরকম খোঁজ দিতে পারেনি মেডিকেল কর্তৃপক্ষ।

উত্তর প্রচারের উদ্যোগে এবং তরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাঙ্ক রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আযোজেন করে

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরের অভিযান র উদ্যোগে এবং তেরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় বিনামূল্যে বৃহত্তর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বেচ্ছায় রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করা হয় শিলিগুড়ির চম্পাশাড়ি শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির ময়দান । এদিন এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের মেয়র গৌতম দেব ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর দিলীপ বর্মন সহ আরো অনেকে। রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি যোগাসন প্রতিযোগিতার আযোজন করা হয় এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ মহিলা অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়

শিলিগুড়িতে মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে ধিক্কার মিছিল

শিলিগুড়ি ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি মহিলা মোর্চা স্মারকলিপি প্রদান করে মহিলা মোর্চা ও পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তির ঘটনায় আহত মহিলা মোর্চা সভানেত্রী। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার শিলিগুড়িতে মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে ধিক্কার মিছিল বের হয় । মিছিল শেষে হাসমিচক অবরুদ্ধ করে মহিলা মোর্চার কর্মী ও সমর্থকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশাল পুলিশবাহিনী। মিছিলটি হস্মিচাকে পৌঁছালে তারা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখতে থাকে । প্রায় ২০ মিনিট বিক্ষোভ চলার পর তাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষ করেন ।

সিভিক পুলিশের দাদাগিরির অভিযোগ, ঘাট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান ফাসির ঘাট কর্মচারীরা

কোচবিহারঃ সিভিক পুলিশের দাদাগিরির অভিযোগ দেখিয়ে ঘাট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান ফাসির ঘাট কর্মচারীরা। কোচবিহার জলপথ পরিবহন সমন্নধয় সমিতির আওতায় তারা কাজ করেন বলে জানান, গত ৫ তারিখ বাশের সাকো দিয়ে পারাপার হয় সিভিক ভলেন্টিয়ার এরপর তার নির্দিষ্ট ভাড়া দিতে অস্বীকার করেন এবং কর্তব্যরত হিসাব রক্ষক কে ধাক্কাধাক্কি করে নগদ টাকা নিয়ে যান তিনি। এই অবস্থায় সেই সিভিক ভলেন্টিয়ারের শাস্তির দাবিতে ঘাট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। ঘাটের এক কর্মচারী মঞ্জুদার রহমান জানান, আমাদের উপর সিভিক ভলেন্টিয়াররা অত্যাচার করে তারাই আবার আমাদের উপর মামলা করেছে। যতক্ষন না এর সমাধান হবে না ততক্ষন এই অবস্থান বিক্ষোভ চলবে। এর ফলে ভোগান্তির স্বীকার হচ্ছে সাধারন মানুষ তারা জানান, অনেক সমস্যা হচ্ছে ঘাট খোলা না থাকলে প্রায় ২০ কিমি ঘুরপথে বাড়ি যেতে হবে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

স্ত্রীকে জবাই করে হত্যা ঃ স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ঢাকা ঃ নারায়ণগঞ্জে স্ত্রীকে জবাই করে হত্যার অপরাধে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সাথে তাকে এক লাখ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বিচারক উম্মে সরাবন তহুরা এই রায় দেন। আসামি মো. শামীম মুন্সিগঞ্জের নয়াগাঁও পূর্বপাড়া এলাকার সাহাব উদ্দিনের ছেলে। তার স্ত্রী খাদিজা আক্তার একই এলাকার মৃত আব্দুর রাজ্জাক হাওলাদারের মেয়ে।

পুলিশ পরিদর্শক মো. আসাদুজ্জামান জানান, রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। দাম্পত্য কলহের জেরে ২০১৩ সালের ২৬ জানুয়ারি শামীম তার স্ত্রী খাদিজা আক্তারকে চাপাতি দিয়ে জবাই করে পালিয়ে যান। পরে এই ঘটনায় খাদিজার ভাই বাদি হয়ে বন্দর থানায় হত্যা মামলা করেন।

আগামী ৯ মে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন সহ বাংলা ভাষা পড়ানো শুরু হবে কালিকাপুরে

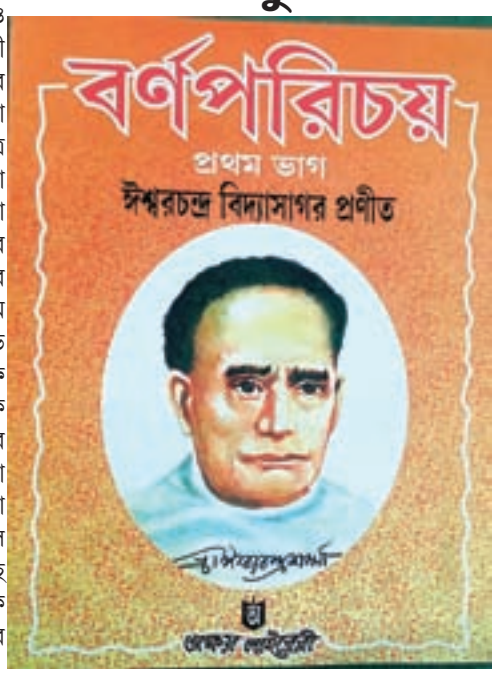

পোটকা ঃ মাতাজী আশ্রম হাতার প্রেরণায় ও সহযোগিতায় আগামী ৯ ই মে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে কালিকাপুরে বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাস শুরু করা হবে।কালিকাপুরের রাধা গোবিন্দ মন্দির সেবা সমিতির পক্ষ থেকে ছাত্র ছাত্রী দের বিনা বেতনে বাংলা শেখানো হবে।প্রতি রবিবার সকাল ৮ টা থেকে ১০ টা পর্য্যন্ত আপ গ্রাডেটেড হাই স্কুল কালিকাপুরে বাংলা শেখানো হবে এ কথা জানালেন সমিতির সঞ্চালক তারিণী সেন দাস মহাশয়।৯ ই মে স্কুলে সকাল ৯ টায় কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্ম জয়ন্তী ও পালন করা হবে।এই উপলক্ষে উপস্থিত থাকবেন মাতাজী আশ্রমের সঞ্চালক সহ কবি,লেখক ও সমাজসেবক সুনীল কুমার দে,ভক্ত শিল্পী কমল কান্তি ঘোষ,পূর্ব জিলা পরিষদ ও কবি করুণাময় মণ্ডল,পতঞ্জলি সেবা ট্রাস্টের সঞ্চালক নব রঞ্জন ভকত প্রমুখ।সকল বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করা হচ্ছে রাধা গোবিন্দ মন্দির সেবা সমিতির সঞ্চালক তারিণী সেন দাসের সাথে যোগাযোগ করার জন্য।

শান্তির কথাও বলছে রাশিয়া

ইউক্রেন ঃ শুক্রবার ভোরে ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরের উপর হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। চীন ও ইউক্রেনের শীর্ষ নেতাদের সংলাপকে স্বাগত জানালেও সামরিক লক্ষ্য পূরণে অবিচল মস্কো। ইউক্রেনের পালটা অভিযান নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলছে।

শুক্রবার ভোরে রাশিয়া আবার ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভসহ একাধিক স্থানে বড় আকারের হামলা চালিয়েছে। দেশের কেন্দ্রস্থলে দ্নিপ্রো শহরে রুশ হামলায় এক তরুণী ও তাঁর তিন বছরের শিশু নিহত হয়েছে বলে শহরের মেয়র জানিয়েছেন। উমান শহরে এক আবাসন ভবনে আগুনের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে কিয়েভ শহরে বিস্ফোরণ ও এয়ার রেড সাইরেন শোনা গেলেও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায় নি। কিয়েভ ও সংলগ্ন এলাকায় রাশিয়ার মোট ১১টি ক্রুজ মিসাইল ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে বলে ইউক্রেন দাবি করেছে।

বুধবার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যে টেলিফোনে আলোচনাকে অন্যান্য দেশের পর রাশিয়াও স্বাগত জানালো। মস্কো জানিয়েছে, ইউক্রেন সংকট অবসানের জন্য যে কোনো উদ্যোগকেই সাধুবাদ দিতে প্রস্তুত। তবে তা সত্ত্বেও রাশিয়ার 'বিশেষ সামরিক অভিযান'এর লক্ষ্য পূরণ করা প্রয়োজন। ন্যাটোর মহাসচিব ইয়েন্স স্টলটেনবার্গও চীন ও ইউক্রেনের শীর্ষ নেতার মধ্যে আলোচনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে চীন যে এখনো ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার নিন্দা করে নি, সেই বাস্তব এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

স্টলটেনবার্গ বৃহস্পতিবার মনে করিয়ে দেন, যে ন্যাটোর সদস্য ও সহযোগীরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইউক্রেনকে ইতোমধ্যে প্রায় সব সাঁজোয়া যান সরবরাহ করেছে। তাঁর মতে, প্রায় ৯৮ শতাংশ 'কমব্যাট ভেহিকেল' ইউক্রেনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে দখলদারী রুশ বাহিনীর হাত থেকে হারানো জমি উদ্ধার করতে যে কোনো দিন ইউক্রেন নতুন সামরিক অভিযান শুরু করতে পারে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তবে এমন অভিযানের দিনক্ষণ বা কৌশল সম্পর্কে ইউক্রেন নীরব রয়েছে। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে উপযুক্ত সময় বেছে সেই অভিযান শুরু হতে পারে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন।

ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে বাখমুত শহর পুরোপুরি দখল করতে প্রায় দশ মাস ধরে চেষ্টা চালিয়েও রাশিয়া সফল হয় নি। কিন্তু ইউক্রেনের জোরালো প্রতিরোধের কারণে সেই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। বৃহস্পতিবার রাশিয়ার সৈন্যরা ইউক্রেনের রসদ সরবরাহের এক গুরুত্বপূর্ণ রুট বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালিয়েছে। ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র বলেন, ২৪ ঘণ্টায় ১৩টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তবে রসদ ও যোগাযোগের পথ এখনো খোলা রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। ইউক্রেনের জোরালো পালটা হামলার কারণে বাখমুতের দখল করা এলাকা বার বার রাশিয়ার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে বলে সামরিক বিশ্লেষকরা দাবি করছেন। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ইউক্রেনের বিরুদ্ধে অভিযানে সামরিক সাফল্যের দাবি করলেও সরাসরি বাখমুতের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেন নি।

রোহিঙ্গা সংকট ও জাতিসংঘে মিয়ানমার সম্পর্কে 'ক্ষোভ'

ঢাকা ঃ রোহিঙ্গাদের নিয়ে বাংলাদেশে সংকট বাড়ছে। আর্ন্তজাতিক সহায়তা কমে যাচ্ছে। তবে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ দূত মিয়ানমারের জন্য আর অর্থ ব্যয় না করে সেই অর্থ বাংলাদেশের শরণার্থীদের দিতে বলেছেন জাপানকে। এদিকে এএফপির এক খবরে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের সামরিক সরকারের ওপর জাপানকে নিষেধাজ্ঞা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ দূত টমাস অ্যান্ড্রুস। তিনি বলেছেন, ইউক্রেনে আগ্রাসনের কারণে জাপান রাশিয়ার ওপর যেমন করে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তেমন করেই তাদের মিয়ানমারের ওপরও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া উচিত। তিনি মিয়ানমারের সেনাদের নিয়ে জাপানের একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি জাপানের সমালোচনা করে বলেছেন, তারা জাপানের সহায়তায় কমব্যাট প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এবং শিখছে কী করে দক্ষ সৈনিক ও কমান্ডার হওয়া যায়। এবং তারা সেই সেনাবাহিনীতে ফিরবে, যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধপরাধে দায়ী। যতদিন জাপান এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ না করবে, ততদিন তারা বর্বর সামরিক শাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। তিনি বলেন, মিয়ানমারের সঙ্গে জাপানের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। অভ্যুত্থানের আগে জাপান ছিল তাদের অন্যতম প্রধান সহায়তা প্রদানকারী ও সেইসাথে বিনিয়োগের উৎস। এইসব সহায়তা তিনি বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য নতুন খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিতে ব্যয় করার পরামর্শ দিয়েছেন জাপানকে। জাতিসংঘের এই বিশেষ দূত টোকিওতে এমন এক সময়ে এইসব কথা বললেন যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাপান সফর মাত্র শেষ করেছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে বৈঠকেও রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। বুধবার ওই বৈঠকে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, ''বাংলাদেশ ও জাপান তাদের সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করেছে। বাংলাদেশ মিয়ানমার থেকে আসা প্রায় এক মিলিয়ন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে এবং আমরা তার প্রচেষ্টাকে সমর্থনদান অব্যাহত রাখবো।'' জাতিসংঘের হিসেবে বাংলাদেশে এখন প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী আছে। তাদের জন্য চলতি বছরে প্রয়োজন ২৮৫.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে চাহিদার মাত্র ১৮ ভাগ। আর কয়েক বছর ধরেই চাহিদার ৬০-৭০ ভাগের বেশি সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে না। জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান (জেআরপি) বলছে, ২০২২সালে ২৮৫.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রতিশ্রুতির বিপরীতে ২০০মিলিয়ন ডলার। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এখন ডোনারদের চোখ ইউরোপের শরণার্থীদের দিকে। এদিকে বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থে রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দিতে ব্যয় করেছে ১০০ কোটি টাকা। দুই হাজার ৩১২ টাকা খরচ করেছে ভাসানচর আশ্রয়ণ প্রকল্প নির্মাণে। আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিপুল জনশক্তি নিয়োগ করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে নিজস্ব অর্থায়নে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্যমতে, বাংলাদেশে ৮০ শতাংশ ইয়াবা প্রবেশ করে মিয়ানমার সীমান্ত হয়ে। ইয়াবার চালানের ৭০ শতাংশই মজুত করা হয় রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরে। এরপর সেখান থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে দেশের নানা প্রান্তে। ২০২২ সালে রোহিঙ্গা শিবিরে অন্ততঃ ২৫ জন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। ওই সময়ে বিভিন্ন অপরাধের কারণে রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবির থেকে অন্তত এক হাজার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের মধ্যে নানা গ্রুপে সংঘাত ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে।

রোহিঙ্গারা প্রায়ই শিবির ছেড়ে বের হয়ে আসছেন। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় যাওয়ার চেষ্টা করছে কাঠের তৈরি নৌকায় করে। সম্প্রতি এই প্রবণতা আরো বেড়েছে। জাতিসংঘের হিসাব বলছে, ২০২১ সালে যেখানে মাত্র ৫০০ রোহিঙ্গা সমুদ্র পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করেছিল, ২০২২ সালে সেই সংখ্যা ছিল প্রায় দুই হাজার ৪০০ জন। বেআইনিভাবে বাংলাদেশের এনআইডি এবং পাসপোর্ট নেয়ারও অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে। পরিবেশ অধিদপ্তর বলছে, রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে গিয়ে কক্সবাজারের সাড়ে তিন হাজার একর বনভূমি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে, যা কক্সবাজারের মোট বনাঞ্চলের ১.৬৭ শতাংশ। রোহিঙ্গাদের জ্বালানির চাহিদা মেটানোর জন্য বিপুল পরিমাণ গাছ কাটতে হচ্ছে, যা স্থানীয় জীববৈচিত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। নিয়মিত ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে, নেমে যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর। এইসব পরিস্থিতি কক্সবাজারের স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে রোহিঙ্গা বিরোধী মনোভাব বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের কোণঠাসা মনে করছেন। অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনির বলেন, ''জাপানি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে রোহিঙ্গা বিষয়টি এসেছে। জাপান আর্থিক এবং প্রত্যাবসনে সহায়তার কথা বলেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন ফোরামে বিষয়গুলো তুললেও পরবর্তীতে কূটনৈতিক ফলোআপে ধারাবাহিকতা থাকে না।'' তার কথা, ''জাপানের মতো মিয়ানমারের আরো যেসব বন্ধু রাষ্ট্র আছে, তাদের নিয়ে আমাদের সরকারকে কাজ করতে হবে। তাদের প্রত্যাবাসনের উদ্যোগে যুক্ত করতে হবে। জাপান পারে আসিয়ানে বিষয়টি তুলতে। এখন সেটা আমাদের দিক থেকে করতে হবে। আমাদের তৎপরতার ওপর নির্ভর করছে বিশ্ব কতটা এগিয়ে আসে। ওইভাবে স্যাংশন তো হবে না। তাই মিয়ানমারকে চাপে রাখতে আমাদের সর্বোচ্চ উদ্যোগ নেয়া দরকার। মিয়ানমারে সামরিক শাসন চলছে। তাই হয়তো প্রত্যাবাসন কঠিন হবে। কিন্তু তারপরও আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।'' তিনি বলেন, ''সামনে নির্বাচন। এই সময়ে হয়ত রোহিঙ্গা ইস্যুটি সরকার অতটা গুরুত্ব দেবে না। যদি এটা হয় তাহলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মনে করতে পারে বিষয়টিকে আমরা এখন আর ততটা গুরুত্ব দিচ্ছি না এমন যেন না হয়।'' আর সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং কূটনীতিক মো. হুমায়ুন কবির মনে করেন, ''রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেয়াই রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের একমাত্র পথ। কিন্তু সেটা এগোচ্ছে না। প্রত্যাবাসন যত দেরি হবে রোঙ্গিাদের নিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে সংকট ততই বাড়বে।'' তিনি বলেন, ''প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরে বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি। জাপান বাংলাদেশকে সহায়তার কথা বলেছে। কিন্তু মিয়ানমারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনেক ভালো। তারা সামরিক বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। অর্থ সহায়তা বা অন্য কোনো ধরনের সহায়তার চেয়ে গরুত্বপূর্ণ হলো রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত নেয়ার উদ্যোগে সহায়তা করা। জাপান চাইলে এটা ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু এ ব্যাপরে তাদের অবস্থান স্পষ্ট নয়।'' তার কথা, ''চীন এই সময়ে যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা ইতিবাচক। সেটা সফল হলেও রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়া শুরু হবে। আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতা আরো বাড়াতে হবে। ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র তারাও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে কিছু বলছে না।'' তিনি মনে করেন, ''মিয়ানমারকে বড় ধরনের আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ফেলতে না পারলে আসলে এই সমস্যার সমাধান কঠিন হবে।''

'বাংলাদেশে এখনো অনেক শিশু অধিকারবঞ্চিত'

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে শিশুদের অধিকার কতটুকু নিশ্চিত হয়েছে? ঘরে, ঘরের বাইরে কোন কোন অধিকার নিশ্চিত করা জরুরি? এসব নিয়ে কথা বলেছেন এসওএস চিলড্রেন ভিলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশের জাতীয় পরিচালক ড. মো. এনামুল হক।

আমাদের দেশের শিশুরা আসলে কতটা অধিকার ভোগ করে?

যে অর্থে আমরা অধিকার ভোগ বলি, সেখানে আমরা যদি দেশে শিশুদের চিত্রটা দেখি, তাহলে বলবো, অধিকার যতটুকু দেওয়ার কথা, ততটুকু দিতে পারছি না। বিশেষ করে আমরা যাদের নিয়ে কাজ করি, সেই এতিম শিশুদের সংখ্যাটা হয়ত আমি বলতে পারবো না। তবে আমরা এই শিশুদের অধিকারটা পুরোপুরি দেওয়ার চেষ্টা করি। যদি আমি সার্বিক চিত্রের কথা বলি, তাহলে এখনো দেখবো রাস্তাঘাটে অনেক শিশু আছে। তারা অধিকারবঞ্চিত হচ্ছে। শিশুশ্রম আছে। যদিও সংখ্যাটা এখন কমে এসেছে। অনেক রকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সঙ্গে শিশুরা আছে। এসব ক্ষেত্রেও তো শিশুদের অধিকারের লঙ্ঘন হচ্ছে। আমরা অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছি। আমরা চেষ্টা করছি, এগুলোকে সামনে আনতে। সবমিলিয়ে আমি বলবো, এখনো অনেক শিশু অধিকারবঞ্চিত।

আমরা তো এখনো দেখছি, শিশুরা সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকার বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কী করছে?

এটা সত্যি যে শিশুরা সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এজন্য আমরাসহ অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সরকারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। আমরা সরকারী ফোরামে বারবার আলোচনা করেছি, শিশুদের অধিকার বা সুরক্ষার জন্য যদি আলাদা একটা শিশু অধিদপ্তর করা যায়। এটা নিয়ে অনেকদিন ধরেই আমরা বলছি। সরকারের নীতিনির্ধারকরাও এটা নিয়ে চিন্তা করছে। কিন্তু একটু স্লো। এখানে আমাদের আরো কিছু করার সুযোগ আছে।

এক্ষেত্রে আমরা হয়ত সরাসরি কিছু করতে পারি না। তবে অ্যাডভোকেসি করে থাকি। পাশাপাশি সচেতনতামূলক কাজগুলো আমরা করি। শিশুরা সহিংসতার শিকার হলে তাদের ভবিষ্যতে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে সেসব বিষয়ে আমরা সচেতনামূলক কাজ করি। আমরা রাউন্ড টেবিল করি। স্কুলগুলোতেও আমরা আলাপ করি, শিশুরা সহিংসতার শিকার হলে বা যাতে সহিংসতার শিকার না হয় এর জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এসব নিয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়েও আমরা কাজ করি।

অধিকারবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে তো আপনারা কাজ করেন। এই মুহূর্তে দেশে কত শিশু অধিকারবঞ্চিত? পাশাপাশি আপনাদের কাজগুলো কী?

সত্যিকার অর্থে এই মুহূর্তে সংখ্যাটা হয়ত বলতে পারবো না। তবে আমরা ১৯৭২ সাল থেকে এতিম শিশুদের নিয়ে কাজ করছি। এরাই তো আসলে সবচেয়ে বেশি অধিকারবঞ্চিত শিশু। এই মুহূর্তে ১৫-১৬ হাজার শিশু আমাদের তত্ত্বাবধানে আছে। আমরা যে কাজটি করি, একটা শিশুকে পারিবারিক আবহ দিয়ে বড় করা, যাতে সে মায়ের ভালোবাসা পায়, ভাই-বোনের ভালোবাসা পায়। সামাজিক বন্ধনের বিষয়টিতে আমরা জোর দেই। এই কারণে কমিউনিটি লেভেলে আমরা চেষ্টা করি, বাবা-মায়ের সঙ্গেই যেন সে বড় হতে পারে। এছাড়া শিশুদের নিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে, তাদের সঙ্গেও আমরা যৌথভাবে এগুলো নিয়ে কাজ করি। আমাদের কাজটা হলো, অধিকারবঞ্চিত শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গেও আমাদের নিবিড় সম্পর্ক আছে।

এই শিশুদের আপনারা কীভাবে খুঁজে বের করেন? নাকি কারো মাধ্যমে খবর আসে?

আমরা নিজেরাও খুঁজে বের করি। পাশাপাশি সমাজসেবা অধিদপ্তরের সারাদেশে যে কার্যালয়গুলো আছে তারাও অনেক সময় আমাদের কাছে পাঠান। এছাড়া সরকারের যে অর্ফানেজগুলো আছে, যেমন ঢাকায় ছোটমনি নিবাস, বেবি হোম এসব জায়গা থেকেও আমরা শিশুদের পাই। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও আমাদের কাছে পাঠায়। আমাদের কাছে বেশ কয়েকটি উদাহরণ আছে। কোর্ট থেকে অনেক সময় আমাদের কাছে পাঠানো হয়। সম্প্রতি সৌদি আরব থেকে আসা চারটা শিশু আমাদের কাছে দেওয়ার কথা ছিল। পরে অবশ্য সরকারের মধ্যস্থতায় তারা পরিবারেই ঠাঁই পেয়েছে। আমরা চেষ্টা করি একটা শিশুকে তার পরিবারে রেখেই সাপোর্ট করতে। একেবারে যদি কোনো পথ না থাকে তারপর আমরা শিশুটিকে চিলড্রেন ভিলেজে নিয়ে আসি।

পথশিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করার কোনো উদ্যোগ আপনাদের বা সরকারীভাবে আছে?

পুষ্টিহীনতা দূর করতে সরকারের তো বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে। বিশেষ করে মিট ডে মিল প্রোগ্রাম। এটা খুব সুন্দর একটা প্রোগ্রাম। যদিও আমরা এটা অনেক আগে থেকেই করি। মিট ডে মিল চালু করার ফলে স্কুল ড্রপ আউট একেবারেই শূন্যের কোঠায় চলে এসেছে। আগে যেসব শিশু খাবারের অভাবে স্কুলে যেতে পারত না, মিট ডে মিল প্রোগ্রাম চালু করার ফলে স্কুলে উপস্থিতি অনেক বেড়ে গেছে। এটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও করছে। আমরা এই মুহূর্তে ৬টি এলাকায় ১০ থেকে ১৫ হাজার শিশুর খাদ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি।

দেশে শিশু মৃত্যুর হার কি কমছে?

সত্যিকার অর্থেই আগের তুলনায় শিশু মৃত্যুর হার কমছে। এর অনেকগুলো কারণ আছে। আমরা যদি বলি, প্রাইমারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনেক ভালো হয়েছে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। সরকারের ইপিআই প্রোগ্রামটা অনেকবেশি সফল হয়েছে। এসব কারণে শিশু মৃত্যুর হার অনেক কম।

দেশে শিশুদের চিকিৎসা-সেবা কি পর্যাপ্ত?

আমি বলবো, এটা আসলে যথেষ্ট নয়। যদি ঢাকার কথা বলি, এখানে তো হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। সারাদেশের কথা যদি বলি, তাহলে বলবো, আরো প্রয়োজন। শিশু বান্ধব হাসপাতাল আসলে অপ্রতুল।

কিভাবে শিশুদের অধিকার সুরক্ষা করা যায়। এ ব্যাপারে সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আর কী করতে পারে?

সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমরা ইউনাইটেড নেশন চিলড্রেন রাইটস যে চার্টার সেখানে স্বাক্ষর করেছি। আমরা সেই আলোকেই কাজ করছি। আসলে সব সময় শিশু সেক্টরটা একটু অবহেলিত সেক্টর মনে হয়। আমাদের দেশে জনগণের যে বিশাল সংখ্যা, সেটাকে ম্যানেজ করতে গিয়ে আমরা শিশুদের বিষয়টা অতটা গুরুত্ব দেই না সবসময়। সবাই মিলে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারলে এই জায়গাটাতে আমরা উন্নতি করতে পারব। বেসরকারী সংস্থাগুলো এককভাবে যে কাজটা করে সেটা যথেষ্ট নয়। সকল শিশুকে কাভার করতে গেলে বেসরকারী সংস্থার পাশাপাশি সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজকেও আরও বেগবান করতে হবে।

সম্পাদকীয়

অবশেষে দুর্নীতির মামলা হারালেন বিচারপতি অভিজিৎ

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত থেকে প্রাথমিকে নিয়োগদুর্নীতি মামলা সরিয়ে নিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি একটি টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। তাতে নিজের ব্যক্তিগত কথা, ভালোলাগা, পছন্দের বই নিয়ে যমন বলেছিলেন, তেমনই মামলা সম্পর্কেও বলেছিলেন। সেই সাক্ষাৎকার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় ও বিচারপতি পি ভি নরসিমহা দেখেন। তার অনুবাদ পড়েন। কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে রিপোর্ট চান। তারপর সেই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ তুলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বলেছে, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রাথমিক নিয়োগদুর্নীতির মামলা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত থেকে নিয়ে অন্য কোনো বিচারপতিকে দেবেন। সুপ্রিম কোর্টের রায় এখনো আপলোড করা হয়নি। এই নির্দেশ নিয়ে আইনজীবীদের মধ্যে দ্বিমত আছে। কিছু আইনজীবী মনে করছেন, প্রাথমিকে নিয়োগদুর্নীতি সংক্রান্ত সব মামলা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত থেকে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার বিকাশ

ভট্টাচার্যের মতো কিছু আইনজীবী মনে করছেন, শুধুমাত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রান্ত মামলাটি সরিয়ে নেয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় আপলোড করা হলে, বিষয়টি স্পষ্ট হবে। শুধু তাই নয়, গত ২১ এপ্রিল পুরসভায় নিয়োগদুর্নীতি নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। পরের দিন থেকেই সিবিআই ও ইডি তদন্ত শুরু করে দেয়। এই নির্দেশের উপরেও স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তারা বলেছে, তিনদিনের মধ্যে রাজ্য সরকার হাইকোর্টে রিভিউ পিটিশন দেবে। তারপর সাতদিনের মধ্যে হাইকোর্ট ঠিক করবে, এই নিয়ে কী নির্দেশ দেয়া হবে। ততদিন পর্যন্ত সিবিআই ইডি তদন্ত বন্ধ রাখবে। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পর বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উঠেছে। যেমন প্রশ্ন উঠেছে, এবার কোন বিচারপতির কাছে এই মামলা যাবে? এর জবাব সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এটা ঠিক করবেন। দ্বিতায় প্রশ্ন, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এতদিন এই মামলায় যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার কী হবে? আইনজীবীদের বক্তব্য, নতুন বিচারপতি বিষয়টি দেখবেন। তিনি ওই নির্দেশ বহাল রাখতে পারেন। পরিবর্তনও করতে পারেন। তৃতীয় প্রশ্ন হলো, এর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? এই বিষয়ে প্রচুর রাজনীতিক মুখ খুলেছেন। অধিকাংশের মত হলো, নিয়োগদুর্নীতিকে যে জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়, যে জায়গায় জনমত চলে গেছে, তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। তাদের আশা, যে বিচারপতিই এই মামলা বিচারের ভার পান না কেন, তিনি একই পথে চলবেন। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের সেক্রেটারি জেনারেলের কাছ থেকে তার সাক্ষাৎকারের অনুবাদ চেয়ে পাঠিয়েছেন। স্বচ্ছতার স্বার্থেই তিনি এটা চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, সেটাও তার কাছে পাঠাতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাত বারোটার মধ্যে এই অনুবাদ ও রিপোর্ট তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তিনি রাত সওয়া বারোটা পর্যন্ত তিনি চেম্বারে অপেক্ষা করবেন। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, তিনি এখন থেকে আর প্রাথমিকে নিয়োগদুর্নীতির মামলা শুনবেন না। এর পাশাপাশি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ''কুণাল ঘোষকে প্রণাম জানাব। তিনি যে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন তা পুরোপুরি মিলে গেছে। তিনি যে এত বড় ভবিষ্যৎদ্রস্টা তা জানা ছিল না।'' পরে কুণাল টুইট করে বলেন, ''সারা দেশে প্রথম কেউ বুঝলেন, সবকা বিকাশ কাকে বলে। বিকাশ ছুঁলে কী হয়। কমরেড, সমবেদনা রইলো।'' যিনি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন, সেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''সর্বোচ্চ আদালত যে নির্দেশ দিয়েছে তা শিরোধার্য। তদন্ত হোক। কেউ দোষী হলে নজিরবিহীন শাস্তি হোক। বিচারব্যবস্থার উপর আমার ভরসা আছে। প্রধান বিচারপতির রায়কে স্বাগত জানাই।''

কোচবিহারে ভারতীয় নাগরিকদের হত্যা নির্যাতনের অভিযোগ বিএসএফের বিরুদ্ধে

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলীয় কোচবিহার জেলায় বিএসএফের গুলিতে গত দুবছরে অন্তত নয়জন ভারতীয় নাগরিক মারা গেছেন বলে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অভিযোগ করেছে। তারা বলছে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ভারতীয় নাগরিকদের গুলি করে হত্যার সংখ্যা কমে এলেও কোচবিহার তা অব্যাহত রয়েছে। হত্যা ছাড়াও নিয়মিতই সীমান্ত

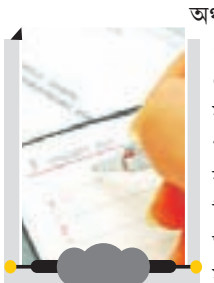

অমিতাভ ভট্টশালী
প্রাবন্ধিক

অঞ্চলের কৃষকদের হেনস্থা করা, এমনকি তারা কোন ফসল চাষ করতে পারবে সেটাও ঠিক করে দিচ্ছে বিএসএফ - অভিযোগ ঐ সংগঠনের।

বৃহস্পতিবার সীমান্ত অঞ্চলের মানুষ কোচবিহারের জেলাশাসকের কাছে একটা স্মারকলিপি দিয়ে বলেছে বিএসএফের হেনস্থা যদি বন্ধ না হয়, তাহলে কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে তাদের চাষের জমি সরকার কিনে নিক।

এ বিষয়ে চেষ্টা করেও বিএসএফের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায় নি। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, যিনি নিজেও কোচবিহারের বাসিন্দা, বিবিসিকে বলেছেন দীর্ঘদিন ধরেই বিএসএফ সীমান্তের মানুষকে হেনস্থা করে চলেছে।

এই কোচবিহারেই বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন বাংলাদেশী কিশোরী ফেলানি খাতুন।

বিএসএফের গুলিতে গতবছর অন্তত ১২ জন বাংলাদেশের নাগরিক মারা গেছে।

কোচবিহারের গিতালদহ অঞ্চলের বাসিন্দা বিলকিস বিবির তারিখটা খুব ভাল করেই মনে আছে। সেটা ছিল ২০২২ সালের ২৯ জুন। প্রতি সন্ধ্যার মতো সেদিনও তার স্বামী মোফাজ্জল হোসেন বাড়ির কাছে বিলে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন।

সন্ধ্যায় মাছ ধরতে যাওয়া আর মাঝ রাতে ফিরে আসা এটাই রুটিন ছিল ৩৮ বছর বয়সী মি. হোসেনের। সেই রাতে তিনি বাড়ি ফেরেন নি।

সকাল হতে স্ত্রী আর আত্মীয় পরিজনরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

দুপুরের দিকে আমার স্বামীর দেহ ভাসতে দেখা যায় ওই বিলের জলেই। তার মাথায় গুলি লেগেছিল। তখনই আমার খেয়াল হয় যে রাতে আমি একটা গুলির আওয়াজ পেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃস্বপ্নেও ভাবি নি সেটা আমার স্বামীর মাথায় গুলি করার আওয়াজ, বলছিলেন বিলকিস বিবি।

তিনি বলছিলেন বিএসএফ আর পুলিশ অভিযোগ করেছিল যে মি. হোসেন পাচারকারী ছিলেন।

যে বিলের জলে মি. হোসেনের দেহ ভাসতে দেখা গিয়েছিল, সেটা সীমান্ত থেকে অন্তত দুই কিলোমিটার দূরে। তাছাড়া, মি. হোসেন পাচারের সঙ্গে যুক্ত যদি থেকেও থাকতেন তাহলে তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি কেন চালানো হল, সেই প্রশ্নও উঠেছে তার এলাকায়।

'আমরা সীমান্তবাসী' নামে যে সংগঠনটি বৃহস্পতিবার জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়, তারা বলছে এধরনের কোনও মৃত্যুর ক্ষেত্রেই না হয় তদন্ত, না দেওয়া হয় ক্ষতিপূরণ।

সীমান্ত হত্যা নিয়ে সরব মানবাধিকার সংগঠন মাসুমের প্রধান কিরীটী রায় বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, মোফাজ্জল হোসেনের মতো অন্তত নয় জন ভারতীয় নাগরিক গত প্রায় দু বছরে বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছেন। কোনও তদন্ত হয় নি কোনও ঘটনাতেই, কেউ ক্ষতিপূরণও পায় নি। অথচ রাজ্য সরকারের চাপের ফলে অন্যান্য জেলাগুলিতে সীমান্তে ভারতীয় নাগরিক হত্যা বা সেখানকার কৃষকদের নিয়মিত হেনস্থা অনেকটাই কমে এসেছে। ব্যতিক্রম কোচবিহার।

বিএসএফ সবসময়ে বলে থাকে যে কোচবিহার সীমান্ত দিয়ে পাচার হচ্ছে। অথচ তাদের বর্ডার পাহারা দেওয়ার কথা, সেখানে তারা নেই, অনেক দূরে ভারতের অভ্যন্তরে তাদের দেখতে পাওয়া যায়। চোরাচালান যা হচ্ছে সেটাতে বিএসএফই মদত দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনও সব জানে, কিন্তু তারাও কিছু করে না, বলছিলেন কিরীটী রায়।

মোফজ্জল হোসেনের স্ত্রী বলছিলেন, সেই পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিল। সে চলে যাওয়ায় এক কন্যাসন্তান নিয়ে খুব কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছি।

কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে যেসব কৃষকদের জমি আছে, সেখানে তারা রোজ যেতে পারেন, কিন্তু সময় ধরে যেতে আর বেরতে হয় নির্দিষ্ট গেট পেরিয়ে, পরিচয়পত্র দেখিয়ে।

এই নিয়ম অনেকদিন ধরেই মেনে চলেন সীমান্তবাসীরা। তবে কয়েকবছর ধরে বিএসএফ ওই জমিগুলিতে পাটের মতো যেসব ফসল উঁচু হয়, সেগুলি চাষ করতে দেয় না। তারা বলে লম্বা পাট গাছের মধ্যে দিয়ে যদি চোরাচালান হয়, তাহলে তা বিএসএফের নজরে পড়বে না।

কিন্তু 'আমরা সীমান্তবাসী' সংগঠনটি দাবী তুলেছে যে আমার জমিতে আমি কী চাষ করব তা স্থির করার দায়িত্ব আমার। বিএসএফ বা অন্য কেউ আমার সেই অধিকার হরণ করতে পারে না।

দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে কাঁটাতারবন্দী জমি যদি সরকারের প্রয়োজন হয়, তাহলে তা অধিগ্রহণ করা হোক আর আমাদের ক্ষতিপূরণ আর পুনর্বাসন দেওয়া হোক - বলছেন সীমান্তবাসীরা।

ইতিমধ্যেই বিএসএফের বাধার কারণে চাষের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য প্রতি বছর বিঘা প্রতি ৩০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন কৃষকরা।

এইসব দাবীগুলি বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের কাছে জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছে 'আমরা সীমান্তবাসী' সংগঠনটি।

গিতলদহের মোফাজ্জল হোসেনকে পাচারকারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি ঠিক কী পাচার করছিলেন, তা জানে না তার পরিবার।

গরু পাচারকারী ধরা পড়ে বা বিএসএফের গুলিতে মারা যায়, অথচ পাচারের জিনিস ধরা পড়েছে এমন ঘটনা দেখা যায় না। পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হলে গরু বা সোনা তো থাকবে পাচারকারীর সঙ্গে! সেগুলো কোথায়? প্রশ্ন তুললেন কোচবিহারের বাসিন্দা ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

এর থেকেই তো বোঝা যায় যে এগুলো সব সাজানো ঘটনা।

তার কথায়, বিএসএফ দীর্ঘদিন ধরেই এই জিনিস করে আসছে। কৃষকদের তিন ফুটের বেশি উচ্চতার ফসল চাষ করতে দেয় না। নানা ভাবে হেনস্থা করা হয় সীমান্ত অঞ্চলের মানুষকে। কদিন আগে আমার এই দিনহাটা শহরে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি করে গেছে। ওদের সীমা যে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসব করছে।

তিনি বলছিলেন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং দলীয়ভাবেও বিএসএফের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন।

উত্তরাঞ্চলীয় অন্যান্য জেলাগুলি বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অধীনে থাকলেও কোচবিহার জেলা বিএসএফের গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের অধীন।

বাহিনীর বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগগুলো নিয়ে বিএসএফের গুয়াহাটি সীমান্ত অঞ্চলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে বিবিসি।

রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ এবং অঞ্চলের জন্য নিরাপত্তা হুমকি ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, রোহিঙ্গাদের তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে সহায়তা করতে পারে জাপান। জাপানের ইংরেজি দৈনিক দ্য জাপান টাইমসএ প্রকাশিত এক নিবন্ধে শেখ হাসিনা বলেন, এখন রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ ও পুরো অঞ্চলের জন্য নিরাপত্তা হুমকি হয়ে উঠছে। জাপান এই সমস্যা সমাধানে মধ্যস্থতা করতে পারে এবং রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিতে সহায়তা করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চার দিনের জাপান সফরকালে গত ২৫ এপ্রিল জাপান হোল্ডস আ স্পেশাল প্লেস ইন আওয়ার হার্টস শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে জাপান টাইমস। শেখ হাসিনা বলেন, গণহত্যার মুখে থাকা রোহিঙ্গাদের মানবিক কারণে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। গত ছয় বছরে বাংলাদেশ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের প্রায় ১১ লাখ নাগরিকের যত্ন নিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছে। তাদের উপস্থিতি স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে।

তার সফর সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার দেশ, বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরো জোরদার করতে, আমি আবার টোকিওতে এসেছি যখন আমাদের দেশগুলো কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫১তম বার্ষিকী উদযাপন করছে। আমি সম্রাট নারুহিতো ও সম্রাজ্ঞী মাসাকোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি বাংলাদেশের মহান বন্ধু সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবেকেও শ্রদ্ধা জানাই।

শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী কয়েকটি দেশের মধ্যে জাপান অন্যতম। এমনকি, ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, জাপান প্রযত্নেজনীয় সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করেছিলো, যা আমরা কখনো ভুলিনি এবং কখনো ভুলব না।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবচেয়ে অবিস্মরণীয় ছিলো জাপানি স্কুল শিক্ষার্থীদের দাতব্য উদ্যোগ যারা তাদের টিফিনের অর্থ সঞ্চয় করে ঘূর্ণিঝড় ও আমাদের দেশকে ধ্বংস করে দেয়া যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা করার জন্য দান করেছিলো। তারপর থেকে জাপান আমাদের সময়ের পরীক্ষিত বন্ধু হয়ে আছে।

শেখ হাসিনা বলেন, জাপান আমার হৃদয়ের খুব কাছের একটি দেশ, ঠিক যেমন এটি আমার পরিবার ও আমাদের জনগণের জন্য। আমার বোন শেখ রেহানা ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে আমাদের বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমাদের কনিষ্ঠ ভাই শেখ রাসেলের সঙ্গে জাপানে তাদের প্রথম সফরে গিয়েছিলেন। আমার বাবা জাপানের উন্নয়নে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং দেশটিকে একটি মডেল হিসেবে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন।

তিনি বলেন, জাপানি পতাকার নকশায় বঙ্গবন্ধুও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। উভয় পতাকাই আয়তক্ষেত্রাকার ও মাঝখানে লাল বৃত্ত, এর চারিদিকে বাংলাদেশের পতাকায় রয়েছে সবুজ ও জাপানের পতাকায় সাদা রঙ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাপান আমাদের বিশ্বস্ত উন্নয়ন অংশীদার। বাংলাদেশ তার উন্নয়নের জন্য অবিচল সমর্থন পেয়েছে এবং আমাদের স্বাধীনতার পর থেকে জাপানের কাছ থেকে সর্বাধিক সরকারি উন্নয়ন সহায়তা পেয়েছে। সম্প্রতি ওডিএ ঋণ প্যাকেজএ জাপান বাংলাদেশকে ২৬৭ কোটি ডলার সফট লোন দিয়েছে, যা অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি। আমাদের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো ৪০০ কোটি ডলার অতিক্রম করেছে।

সাময়িকী

কয়েকশ ড্রোন আকাশে উড়িয়ে শিল্পকর্ম সৃষ্টি

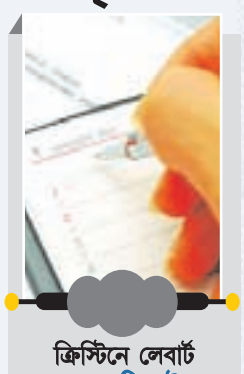

ক্রিস্টিনে লেবার্ট
কলামিস্ট

অন্ধকার আকাশে শত শত ড্রোন উড়িয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করে আমস্টারডামের 'স্টুডিও ড্রিফট'। তাদের প্রধান দুই ব্যক্তি লোনেকে গর্ডাইন ও রাল্ফ নাওটার। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যে এমন শিল্পকর্ম তৈরি করেন তারা।

স্টুডিও ড্রিফটের এমন কাজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। তাদের কার্যালয় আমস্টারডামে। গর্ডাইন আর নাওটার সঙ্গে আরও ১৫ জন কাজ করেন।

স্টুডিও ড্রিফটের তৈরি শিল্পকর্ম প্রমাণ করে যে, উচ্চপ্রযুক্তি বিষয়টি সুন্দর ও কাব্যিকও হতে পারে।

রাল্ফ নাওটা বলেন, ''আমার মনে হয় এআই আর্টিস্টদের জায়গা নিচ্ছে। তবে আমি মনে করি না যে, এটা খারাপ, কারণ আমার মতে, একজন ভালো আর্টিস্টের উচিত ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন ভাবনা সৃষ্টি করা।''

২০২২ সালে জার্মানির হামবুর্গের এলবফিলহার্মোনির পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিল্পকর্ম তৈরি করেছিল স্টুডিও ড্রিফট। ৩০০'র বেশি ড্রোন রাতের অন্ধকার ভেদ করে আকাশে উড়েছিল।

স্থান এবং এলবফিলহার্মোনির কনসার্ট হলের স্থাপত্য থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে লাইট ইনস্টলেশনটি তৈরি করা হয়েছিল।

তবে দুঃখজনকভাবে রিহার্সালের সময় ১৫টি ড্রোন পড়ে গিয়েছিল। বাইরের কিছুর প্রভাবে, নাকি প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে এমনটা হয়েছিল, তা জানা যায়নি। মূল অনুষ্ঠানের সময়ও পাঁচটি ড্রোন পড়ে গিয়েছিল। এরপর নিরাপত্তার কারণে পরের শো'গুলো বাতিল করা হয়। এতে শোয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই হতাশ হয়েছিলেন।

স্টুডিও ড্রিফট এখন 'গুগল কোয়ান্টাম এআই' এর কাজ করছে। কোয়ান্টাম কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে তা কল্পনায় তুলে ধরার লক্ষ্য তাদের। সাধারণ কম্পিউটারের তুলনায় কয়েক লাখ গুন দ্রুত কাজ করতে পারে কোয়ান্টাম কম্পিউটার। এমন গতির কারণ, এটি গণনার কাজ একসঙ্গে চালিয়ে যায়, একটার পর একটা নয়। অনেকটা গাছের মতো, যেখানে বৃদ্ধি ও সালোক সংশ্লেষণ একই সময়ে ঘটে থাকে। নাওটা বলেন, ''এআই এর কোনো সীমা নেই, যা ভয়ের কারণ। এআই কী হয়ে যেতে পারে সে সম্পর্কে আমরা ভাবতে পারি না। কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। শূন্য। এটি বিবর্তনের একটি রূপ, এটি পরবর্তী জীবনের রূপের মতো, যা আমরা কল্পনা করতে পারি না। একটি বানর যেমন আমাদের দক্ষতা কল্পনা করতে পারে না, আমরা কী হতে পারি বুঝতে পারে না আমরা এবং এআই এর বিষয়টিও সেরকম।'' গুগল কোয়ান্টাম এআই এর কার্যালয় ক্যালিফোর্নিয়ায় সান্তা বারবারায়। উচ্চ নিরাপত্তায় ঘেরা এই কার্যালয়ে কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরির কাজ চলছে। এই কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ও গতি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ভবিষ্যৎ গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এখনই এই কম্পিউটার এমন সমস্যার সমাধান করতে পারে, যেটা করতে সাধারণ কম্পিউটারের লাগবে দেড় লাখ বছর।

পাঠকের চিঠি

কৃপনের ধন পিঁপড়ায় খায়

কথায় বলে , কৃপনের ধন পিঁপড়ায় খায়।বলার তাৎপর্য কৃপনের ধন ভালো কাজে ও ধর্ম কাজে লাগে না।হয় পিঁপড়ায় খাবে নয় তো উই লাগবে,নয় তো রোগে অসুখে যাবে নয় তো চুরি হবে।যদি বা ভুল বসতো কৃপনেরা দান করে তাহলে ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে,নয় তো নাম প্লেট লাগায়।পঞ্চাশ টাকা দান করলে একশো টাকা আদায় করে।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,,অর্থ উপার্জন করবে পরিবারের ভরণ পোষণ করার জন্য কিন্তু সৎ কাজে ও ধর্ম কাজেও ধন কে লাগাবে।সারদা মা বলেছেন,,,যার আছে সে মাপো আর যার নেই সে জপ।মায়ের বলার উদ্দেশ্য যার ধন আছে সে দান করবে আর যার নেই সে ভগবানের নাম করবে।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,,তুমি যাকে দান করলে সে ধন্য হলো না, তোমার দান যে সে গ্রহন করল তার জন্য তুমি ধন্য হলে।ডান হাতে দান করলে যেন বাম হাত না জানতে পারে সেটাই হবে প্রকৃত দান।এই পৃথিবীতে এক সে এক দাতা দানী আছে যারা চুপ চাপ দান করে কিন্তু কোনো হাল্লা গোল্লা করে না তারা সত্যই প্রণম্য। কিন্তু কৃপনের ধন পিঁপড়ায় খায় কোনো সৎ কাজে ও ধর্ম কাজে লাগে না আর সমাজে এদের কোনো মূল্য নেই ও মান সম্মান ও নেই।

সুনীল কুমার দে,পোটকা

জানা অজানা

নারায়ণগঞ্জে পাইপলাইন লিকেজ, অনেক এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ

বাংলাদেশর নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে, তিতাস গ্যাসের হাই প্রেশার পাইপলাইনে লিকেজ হয়ে, বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলে, এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর, বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় বহু এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয় তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার (২৭ এপ্রিল) দুপুরে রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন সড়কের রূপসী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, রূপসী কাঞ্চন সড়কে তিতাস গ্যাসের আট ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ রয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে রূপসী এলাকায় পাইপ লাইনে হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এর পর, বিস্ফোরণ হওয়া জায়গা থেকে বিকট শব্দ করে গ্যাস নির্গমন শুরু হয়। এ ঘটনায় রূপসীসহ আশপাশের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শিল্প এলাকা হওয়ায় কলকারখানার শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের লোকজনের মধ্যেও এ আতঙ্ক সঞ্চারিত হয়।

খবর পেয়ে তিতাস গ্যাসের সোনারগাঁ জোনের যাত্রামুড়া শাখা কার্যালয়ের কর্মীরা ঘটনাস্থলে যান এবং পার্শ্ববর্তী গ্যাসের ডিআরএস (গ্যাসের নিয়ন্ত্রণ স্টেশন) থেকে সসরবরাহ বন্ধ করে দেন। পরে ধীরে ধীরে গ্যাস নির্গমন বন্ধ হয়। এ ঘটনায় উপজেলার তারাবো, বরাবো, যাত্রামুড়া, রূপসী, মুড়াপাড়া, মাছিমপুর, মিরকুটিরছেও, ভুলতা, পাচাইখা, শোনাবো, গোলাকান্দাইল, শাওঘাট, সিংলাব, মিয়াবাড়িসহ আরো এলাকার গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, ভোগান্তিতে পড়েন আবাসিক গ্রাহকেরা। সরবরাহ লাইন মেরামতের কাজ শেষ করে, দ্রুত গ্যাস সরবরাহের দাবি জানান এলাকাবসী। তিতাস গ্যাসের সোনারগাঁ জোনের যাত্রামুড়া শাখা কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক মেজবাউল হক বলেন, পাইপলাইনে লিকেজ হয়ে গ্যাস বেরোচ্ছে, সংবাদ পেয়েই সেখানে কর্মীরা যান এবং তাৎক্ষণিক গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Borajya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সিঙ্গাপুরের মঞ্চে ছৌ নৃত্য পরিবেশন করবেন গ্রামের ছৌ শিল্পী অরুণ মাহাতো

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ সেরাইকেলা খারসানা জেলা কালা নাগরী নামে পরিচিত। এখানে ছৌ নৃত্য, ঝুমুর সঙ্গীত, পান্তা নাচ প্রভৃতি প্রাচীন শিল্পের শত শত শিল্পী দেশ বিদেশে তাদের শিল্প পরিবেশন করে দেশকে গর্বিত করে। এমনই একজন শিল্পী, নিমডিহ ব্লকের আন্ডা গ্রামের বাসিন্দা অরুণ মাহতো সিঙ্গাপুরের মঞ্চে ছৌ নৃত্য পরিবেশন করবেন। অরুণ মাহতো ২৮ থেকে ৩০ এপ্রিল তিন দিনব্যাপী সিঙ্গাপুর আন্তর্জাতিক লোক উৎসবে দেশ-বিদেশে বিখ্যাত মানভূম স্টাইলের ছৌ নৃত্য পরিবেশন করবেন। তিনি এমএ পাস, চান্ডিল বাঁধ থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়ার পরও চাকরি না পাওয়ায় ছৌ নৃত্য শিল্পকে জীবিকার উপায়ে পরিণত করেছেন। এই গ্রামের বাসিন্দা ওস্তাদ বংশীধর মাহাতোর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে অরুণ মাহতো ছৌ নাচের প্রশিক্ষণ নেন। ওস্তাদ বংশীধর মাহাতো মঞ্চে ভগবান কৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয় করেন। শিল্প কলাকুশলীরা বলছেন, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থাপন করার মতো ওস্তাদ বংশীধর মাহাতোর মতো আর কোনো শিল্পী নেই। অরুণ মাহাতো বলেন, শিল্পকলার ক্ষেত্রে রোজগার পাওয়া যাবে কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তিনি বলেন যে মানভূম শৈলী ছৌ নাচ মার্শাল আর্টের একটি অংশ। যার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তিনি বলেছিলেন যে ঝাড়খণ্ড সরকার শিল্পীদের উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম এবং কর্মসংস্থান দেওয়ার বিষয়ে গুরুতর নয়।

এক হৃদয় বিদারক ঘটনা ঃগুয়াহাটির ভূপেন হাজারিকা সমাধি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু পান্ডুর ১৬ বছরের কিশোর শুভম রয়ের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এক প্রতিভাবান কিশোর। লেখাপড়ায় ইতিমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে গুয়াহাটি মহানগরের পান্ডু স্থিত বিবিসি কলোনির ১৬ বছরের কিশোর শুভম রয়। এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া শুভম বর্তমান ফলাফলের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু করুন নিয়তির ফলে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এই প্রতিভাবান কিশোর। গুয়াহাটির ভূপেন হাজারিকা সমাধি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পান্ডুর শুভম রয়ের মৃত্যু হয়েছে।

অসময়ে পৃথিবীর মোহ মায়া ত্যাগ করে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাওয়া শুভম রয়ের পরিবার দরিদ্র সীমারেখার নিচে রয়েছে। বাবা দিন হাজিরা করেন। পান্ডুর বিবিসি কলোনিতে লোকের বাড়িতে কাজ করা মাসি এবং দিদার সঙ্গে থেকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের লেখাপড়া তথা অধ্যয়ন অব্যাহত রেখেছিল এই কিশোর। বিদ্যানিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিভাবান স্বনামধন্য কিশোর হিসেবে পরিচিত ছিল শুভম রয়। মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে ফলাফলের জন্য অপেক্ষায় দিন কাটছিল তার। তবে এরই মধ্যে বুধবার সন্ধ্যায় বাবা এবং মাসির সঙ্গে গুয়াহাটি মহানগরের জালুকবাড়ি স্থিত ভারতরত্ন ভূপেন হাজারিকার সমাধি ক্ষেত্রে বেড়াতে গিয়েছিল শুভম রয়। তবে সেখান থেকে আর সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে আসতে পারেনি, সেখানেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছিল সে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ভূপেন হাজারিকার সমাধি ক্ষেত্রে জলের ফোয়ারার কিনারে থাকা রেলিং এ উন্মুক্তভাবে পড়েছিল বৈদ্যুতিক তার। ফলে সেখানে সেই রেলিঙে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ঝটকায় ব্যাপক আঘাতপ্রাপ্ত হয় শুভম রয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আয়ুসুন্দা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু ডাক্তাররা তার জীবন বাঁচাতে সক্ষম হননি কারণ ইতিমধ্যে শুভম রয়ের মৃত্যু হয়েছে। অবশেষে শুভম রয়ের মৃতদেহ গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে এনে মনোত্তর পরীক্ষার পর বৃহস্পতিবার বেলায় তার পরিবারের হাতে সময়ে দেওয়া হয়েছে। অবশেষে এদিন চারটে নাগাদ তার মৃতদেহ মহানগরের ভূতনাথ শ্মশানে এনে শেষকৃত সম্পন্ন করা হয়েছে। শুভম রয়ের বাবাও ছেলেকে বাঁচাতে বিদ্যুতের ঝটকা খেয়েছিলেন। তবে এরপর থেকে তার বাবা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কাল সন্ধ্যার ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত একটিও কথা বলেননি,বলতে পারেননি। তিনি চেষ্টা করলেও তার মুখ থেকে কোনো কথা বেরোচ্ছে না। নিজ পুত্রহারা শোকাকুল বাবার এই পরিস্থিতি পরিলক্ষিত করে

পরিবারের সদস্যরা অধিক দিশাহারা হয়ে পড়েছেন।

এদিকে ১৬ বছরের কিশোর শুভম রায়ের মৃত্যুর ফলে গোটা বিবিসি কলোনিতে ব্যাপকভাবে শোকের ছায়া পড়া পরিখিত হয়েছে। তার পরিবারের সদস্যদের কান্দনের রোল সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকের হৃদয় দুঃখ এবং অবসাদ ময় করে তুলেছে। এভাবে এক কিশোরের মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছেন না। ভূপেন হাজারিকা সমাধি ক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষের তথা গার্ডের গাফিলতির জন্য এই হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে স্থানীয় এলাকাবাসী অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে এক বিস্তারিত তদন্তের পাশাপাশি মৃত শুভম রয়ের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি উত্থাপন করেছেন স্থানীয় প্রতিজন ব্যক্তি। এই বিষয়ে প্রযত্নেজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পরিবার এবং স্থানীয় ব্যক্তিরা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। যেহেতু এটা তার নিজস্ব বিধানসভা কেন্দ্র ফলে এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী নজর দেবেন বলে আশা করছেন স্থানীয় এলাকাবাসী।

ক্ষমা চাইবেন না, দৃঢ় সুরে ফের ঘোষণা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামীর

বিজেপির মহিলা মোর্চার এজাহার প্রসঙ্গে তার মন্তব্য ভুল করেননি, চিরজীবন নারীর সম্মান ভক্তি করে যাবেন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে বর্তমান যেন অব্যাহত রয়েছে পুলিশে এজাহার আন্দোলন। রাজনৈতিক এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করছে। নারী সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করার অভিযোগ উত্থাপন করে ইতিমধ্যে বিভিন্ন থানায় এজাহার দাখিল করেছে রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চা। তবে এবার এক্ষেত্রে ফেরে একবার নিজের স্পষ্টিকরণ দিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী। এই সংক্রান্তে তার স্পষ্ট মত, তিনি ক্ষমা চাইবেন না। ভুল করলে ক্ষমা চায় মানুষ। তিনি কোনো ভুল করেননি। ফলে তিনি ক্ষমা চাইবেন না বলে দৃঢ় সুরে ঘোষনা করেছেন রানা গোস্বামী।

উল্লেখ্য অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামীর বিরুদ্ধে বুধবার এজার দাখিল করেছিল বিজেপির অসম প্রদেশ মহিলা মোর্চা। তিনি প্রত্যেক নারীর চরিত্রে আঙ্গুল তুলেছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করে রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার তরফে দিশপুর থানায় আনুষ্ঠানিক ভাবে দুটি পৃথক এজাহার দাখিল করা হয়েছে। মহিলা মোর্চার অভিযোগ অনুসারে কংগ্রেস নেতা রানা গোস্বামী বিজেপির মহিলা কার্যকর্তারা বিবাহিতা হওয়া সত্বেও পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন বলে মন্তব্য করেছেন। তবে শুধুমাত্র দিশপুর থানায় নয় বরং হাইলাকান্দি, ধুবড়ি সহ বিভিন্ন জেলায় রানা গোস্বামীর বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দাখিল করা হয়েছে। হাইলাকান্দিতে তফসিলি উপজাতির মহিলা মোর্চার নেত্রী কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতির বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করেছেন।

এক্ষেত্রে গতকাল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী ইতিমধ্যে সাংবাদিকদের বলেছিলেন তার মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি বিজেপি মহিলা কার্যকর্তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং কোনো কিছু মন্তব্য করেননি। তিনি যা বলেছেন সেটা বিজেপির এক নেতার মন্তব্য ছিল বলে নিজের পক্ষ তুলে ধরেন রানা গোস্বামী। কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি বলেছিলেন তিনি মহিলাদের যথেষ্ট সম্মান করেন। তিনি যেভাবে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসেন সেইভাবে রাজ্যের প্রত্যেক মহিলাকে তিনি ভালোবাসেন বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। তবে বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি মহানগরের রাজিব ভবনে আযোজিত কংগ্রেসের পর্যালোচনা বৈঠকে অন্যান্য দলীয় নেতাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী। রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার অভিযোগ সংক্রান্তের তিনি আজও নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী বলেন যে সময় এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সংসদ বদরুদ্দিন আজমল অসমের হিন্দু নারীদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন তখন বিজেপির মহিলা মোর্চা কোথায় ছিল। যখন আজমল রাজ্যের যুবসমাজের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন সে সময় কোথায় ছিলেন বিজেপির মহিলারা। তাছাড়া তিনসুকিয়া জেলার বড়ডুবি থানার অন্তর্গত কাটুনী গ্রামে বিজেপি কর্মী ৫৮ বছর বয়সের এক ব্যক্তি ১৩ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। এই বিষয়ে মহিলা মোর্চা নীরব কেন, তার বিচার কোথায় সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন রানা গোস্বামী। প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি বলেন তিনি নারী সমাজকে সর্বদা ভক্তি করে আসছেন। যেভাবে তিনি নিজের মাতৃকে সম্মান করেন, নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসেন ঠিক সেভাবে তিনি প্রত্যেক নারীকে সম্মান করেন বলে মন্তব্য করেছেন রানা গোস্বামী। কংগ্রেস নেতার স্পষ্ট মন্তব্য তিনি মানসিক হবে সুস্থ থাকা পর্যন্ত, তিনি জীবিত থাকা পর্যন্ত চিরজীবন নারীকে সম্মান করে যাবেন। তিনি রাজনীতিতে থাকেন বা না থাকেন কিন্তু নারী সমাজের প্রতি তার ভক্তি, সম্মান সারা জীবন অক্ষুন্ন থাকবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন রানা গোস্বামী।

এপ্রিল ১৯৭১ ঃ রক্তে ভেজা দেশে মুজিবনগর সরকার গঠনের মাস

ঢাকা ঃ ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছে বাংলাদেশ। এক বছর পর, অর্থাৎ ২০২৩ সালের মার্চ থেকে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে ফিরে তাকানো শুরু করে বাংলা। অসামান্য গৌরবে উজ্জ্বল সেই নয় মাসে পর্যায়ক্রমে ফিরে তাকানোর এই পর্বে থাকছে এপ্রিল ১৯৭১-এর কিছু কথা....

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে শব্দ সৈনিকদের ভূমিকা অনেক। লেখার শুরুটা তাই তাদের নিয়ে আরো স্পষ্ট করে বললে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে নিয়ে।

একাত্তরে তখনও সশস্ত্র সংগঠন তৈরি হয়নি। তার আগেই শব্দ সৈনিকদের দশ জনের একটি দল ২৬ মার্চ স্বতঃস্ফূর্তভাবে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনে গিয়ে স্বাধীন বাংলা (বিপ্লবী) বেতার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। ৩০ মার্চ পর্যন্ত ওই কেন্দ্রের প্রচার চলে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে। সেদিনই ট্রান্সমিটার ভবনে পাকিস্তানি বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হয়। ১ কিলোওয়ার্ট ট্রান্সমিটারটি ডিসমেন্টাল করে তারা চলে যান পটিয়াতে। ৩ এপ্রিল থেকে স্বাধীন বাংলা (বিপ্লবী) বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান আবারও শুরু হয় রামগড় সীমান্তবর্তী মুক্ত অঞ্চলে, যা চলে ২৫ মে ১৯৭১ পর্যন্ত। পরে ভারত সরকারের কাছ থেকে পাওয়া ৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি ট্রান্সমিটারে কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে আরো ব্যাপকভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়। সেসময় 'বিপ্লবী' শব্দটি বাদ দিয়ে নাম করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। (তথ্যসূত্র ঃবেলাল মোহাম্মদ রচিত গ্রন্থ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র)।

এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত দশজন শব্দসৈনিকের নাম রয়েছে বেলাল মোহাম্মদ রচিত 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' গ্রন্থে। সেই গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী অনুষ্ঠান বিভাগে ছিলেন বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ আল ফারুক, মুস্তফা আনোয়ার ও কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ। আর প্রকৌশল বিভাগে সৈয়দ আব্দুর শাকের, রাশেদুল হোসেন, আমিনুর রহমান, শারফুজ্জামান ও রেজাউল করিম চৌধুরী ছিলেন। এছাড়াও নৈমিত্তিকভাবে অনুষ্ঠান প্রচার বা ঘোষণা এবং নেপথ্যে উৎসাহক হিসেবে যুক্ত ছিলেন অনেকেই। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন বলে দাবি করে তার দল বিএনপি। কিন্তু এ দাবিকে বিভিন্ন সময় 'অহেতুক ও ভিত্তিহীন' বলেছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত বেলাল মোহাম্মদ। বেতার কেন্দ্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ২৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখে পটিয়ায় গিয়ে তিনিই মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং তারপর জিয়াউর রহমান বেতার কেন্দ্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দিয়েছিলেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। বেলাল মোহাম্মদ জীবদ্দশায় স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়টি বর্ণনা করেছিলেন এভাবে, ''২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঢাকা থেকে প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণার তারবার্তাটির অনুবাদ চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে আমরা বারবার পড়েছি।শুধু বেতার কর্মীরাই সেটা পড়েছি, অন্য কেউ নয়। একজন রাজনৈতিক নেতা (চট্টগ্রামের স্থানীয় রাজনৈতিক এম এ হান্নান সাহেব) এসেছিলেন।'' ''মেজর সাহেবকে (সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান) পেয়েছিলাম ২৭ মার্চ সন্ধ্যায়। তখন তাকে সরাসরি প্রস্তাব তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা ড্রাফট তৈরি করা হয়, অন বিহাফ অফ আওয়্যার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'-এভাবেই ওটা প্রচার হয়েছে। ওটার বাংলা অনুবাদ আমি করেছি এবং ওদিনই সেটি আব্দুল্লাহ আল ফারুক সাহেব পাঠ করেন। জিয়াউর রহমান এরপর ২৮ ও ২৯ মার্চ তারিখেও আসেন এবং বক্তব্য দেন।এভাবে তার তিনটি ঘোষণা বেতারে প্রচারিত হয়েছে। সবগুলোই ছিল বঙ্গবন্ধুর পক্ষে। সেভাবেই প্রচার হয়েছে।সত্য সবসময় অবিনাশী। এ নিয়ে বির্তকের কোনো সুযোগ নেই।'' (তথ্যসূত্র ঃ ডয়চে ভেলে সংলাপ, তারিখ৩০.০৭.২০১৩, বেলাল মোহাম্মদ রচিত গ্রন্থ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র)। সীমিত জনবল আর সামর্থ্যের মধ্যেও যুদ্ধের দিনগুলোতে টানা সম্প্রচার চালু রেখেছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতারের শব্দসৈনিকেরা, যা দেশের আপামর জনসাধারণকে স্বাধীনতার পথে উৎসাহ, সাহস ও আশা জুগিয়েছে। একাত্তরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিকদের ভূমিকা তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরস্মরণীয়। এদিকে একাত্তরের এপ্রিলের শুরুতেই দেশের নানা অংশে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশের বাঙালি সদস্য ও ছাত্রজনতা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করেন।

ওইসময় প্রতিরোধের ধরন কেমন ছিল তা জানতে মুখোমুখি হই বীর মুক্তিযোদ্ধা এ জেড এম আমিনুল ইসলাম চৌধুরীর। সিরাজগঞ্জের তৎকালীন ছাত্রনেতা তিনি। তাদের উদ্যোগেই ওই জেলায় প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়। তিনি বলেন, ''সিরাজগঞ্জের তৎকালীন এসডিও এ কে এম সামসুদ্দিন সাহেব পুলিশের যত রাইফেল ও গুলি ছিল তা আমাদেরকে সরবরাহ করেন। আমরা তখন ঈশ্বরদী থেকে সিরাজগঞ্জ আসার একমাত্র রেলপথে প্রতিরোধ গড়ি, উল্লাপাড়ায় ঘাটিনা নামক রেলব্রিজে। কয়েক হাজার মানুষ লাঙ্গল, ফালা, লাঠি, বল্লম, সুরকি, জোয়াল, মোটকথা ঘরে যা ছিল তা নিয়েই সেখানে অবস্থান নেয়।'' ''১০ এপ্রিল ১৯৭১। আর্মিরা ঈশ্বরদী থেকে ট্রেন নিয়ে আসে। ট্রেনের সামনেপেছনে ইঞ্জিন, মাঝখানে ওয়াগন। ওয়াগনের দরজায় বালির বস্তা দিয়ে বাঙ্কার করা। সেখানে পজিশন নিয়ে থাকে সেনারা। কিন্তু ঘাটিনা ব্রিজের কাছে আসতেই ওরা বাধার মুখে পড়ে। গ্রামের মানুষ আগেই রেললাইন তুলে ফেলে বিভিন্ন জায়গায়। ফলে ওরা ঢুকতে পারে না।'' ''১৭ এপ্রিল ওরা ঈশ্বরদী থেকে ননবেঙ্গলি বিহারিদেরও সঙ্গে নিয়ে আসে। বিহারিরা নেমে রেললাইন মেরামত করে দিলে সেনারা ট্রেন নিয়ে সামনে এগোয়। কিন্তু আবারও প্রতিরোধের মুখে পিছু হটে। আর্মিরা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে মর্টারসহ হেভি অস্ত্র নিয়ে ঢোকে। অনবরত গুলি চালাই আমরাও। কিন্তু গোলাবারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় টিকতে পারি না। ওরা তখন সিরাজগঞ্জে ঢুকে প্রথম ওয়াপদা রেস্ট হাউজে এবং পরে বিএ কলেজ, পিডাব্লিউডির রেস্ট হাউজ, যমুনার পাড়ের বিএল সরকারি স্কুলে ক্যাম্প করে। শহরের বাইরে ভাটপিয়ারী ও শৈলাবাড়ি ছাড়াও থানায় থানায় গড়ে তোলে ক্যাম্প। এরপরই গ্রামে গ্রামে ঢুকে মানুষের বাড়িতে হামলা করে ঘরগুলো জ্বালিয়ে দিতে থাকে।'' জেলা শহরগুলো দখলে নিয়েই পাকিস্তানি সেনারা বাঙালি নিধনে নামে। কুষ্টিয়া, লালমনিরহাট, যশোর, রাজশাহী, সৈয়দপুরসহ অনেক জেলায় বিহারিরাও বাঙালিদের হত্যাযজ্ঞে অংশ নেয়। একাত্তরে বাঙালিদের ওপর বিহারিদের নৃশংসতার মাত্রাটি অনুমান করা যায় নানা ঘটনায়। তেমনি একটি ঘটনার কথা জানিয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মুরাদ হোসেন। রেলওয়েতে বাবার চাকরির সুবাদেই তারা থাকতেন সৈয়দপুরে, আতিয়ার কলোনির এল ৭৬ বি নম্বর কোয়ার্টারে। তার মা সুফিয়া খাতুনকে সেখানেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে অশ্রুসিক্ত হন মুরাদ হোসেন। হৃদয়বিদারক সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন, ''আমি তখন লুকিয়ে ছিলাম গ্রামের দিকে। তারিখটা ১৪ এপ্রিল ১৯৭১। মেইন রোডের পাশেই ছিল আমাদের কোয়ার্টার। মার্চের শুরুতেই ছাদের ওপর একটা বাংলাদেশের পতাকা ও একটা কালো পতাকা টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। বাংলাদেশের পতাকা উড়তে দেখে ওরা ক্ষিপ্ত হয়।'' ''বিহারিরা প্রথম এসে আম্মাকে বলে, 'উসকো উতার দো'। আম্মা বলেন, 'আমার ছেলে টাঙিয়েছে। এটা আমি নামাতে পারবো না।' ওরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পাকিস্তানি আর্মিদের ভয় দেখিয়ে আবারও পতাকা নামাতে বলে। কিন্তু এবারও আম্মা অস্বীকৃতি জানায়। রাগ হয়ে ওরা গালাগালি করে চলে যায়।'' কিছুক্ষণ পরেই আর্মিসহ বিহারিদের একটি সশস্ত্র দল এসে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে। আম্মা রেহালে রেখে কোরআন শরিফ পড়ছিলেন। সামনের দরজা ভেঙে ওরা ঘরের ভেতরে যখন ঢোকে, তখন তিনি কোরআন শরিফ বুকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকেন। আম্মাকে ওরা কোপ দিয়ে দেহ থেকে মাথা আলাদা করে ফেলে। রক্তে ভেসে যায় পুরো ঘর। আল্লাহর কালাম কোরআন শরিফও মাটিতে পড়ে রক্তে ভিজে যায়। পরে আম্মার লাশ পাকিস্তানি আর্মিরা ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়।''

''আশপাশের পরিচিতজনরা আম্মার করুণ ও নির্মম এ মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছেন। তাদের মুখেই শুনেছি সবকিছু। ওরা চলে গেলে পাশের বাসার একজন ঘর থেকে রক্তমাখা কোরআন শরিফটি তুলে নেন। পরে সেটি আমরা সংগ্রহ করি। ওই কোরআন শরিফটাই আম্মার শেষ স্মৃতি, যার পাতায় পাতায় রয়েছে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। ওটা হাতে নিলে এখনও বুকের ভেতরে ঝড় ওঠে। দেশ তো স্বাধীন হয়েছে কিন্তু আমরা তো মাকে ফিরে পাইনি, তার লাশও পাইনি। ফলে তার কবরও নেই। পুরো দেশের মাটিতেই মিশে আছে আমার মায়ের রক্ত। কিন্তু এ দেশ কি মনে রাখবে আমার শহীদ মাকে?'' একাত্তরের এপ্রিল থেকে বাঙালি নিধনে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বিহারিদের পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামি ও ইসলামি ছাত্র সংঘের তৎকালীন নেতারাও যোগ দেয়। জানা যায়, মিরপুরে আলব্দী গ্রামের গণহত্যায় অংশ নিয়েছিলেন জামায়াত নেতা কাদের মোল্লা। এ নিয়ে কথা হয় প্রত্যক্ষদর্শী মুক্তিযোদ্ধা আমির হোসেন মোল্লার সঙ্গে। তার বর্ণনায় এভাবে উঠে আসে আলব্দী গ্রামের গণহত্যার স্মৃতি, ''বাবাসহ ছিলাম আলব্দী গ্রামে, খালু রোস্তম বেপারির বাড়িতে। ২৪ এপ্রিল ১৯৭১। ভোর তখনও হয়নি। গ্রামের পশ্চিমে তুরাগ নদীর পাড়ে পাকিস্তানি সেনাদের হেলিকপ্টার নামে। ওই সময়ই কাদের মোল্লা, বিহারি আক্তার গুন্ডা, নেওয়াজ ও ডোমারা দলবল নিয়ে আলব্দী গ্রামে ঢোকে সশস্ত্র অবস্থায়। আমরা তখন ছোট্ট একটি খালের কুচরিপানায় লুকিয়ে থাকি। সকাল আনুমানিক নয়টা। খালের পঞ্চাশ গজ দূরে ধরে আনা হয় ৫০-৬০ জনকে। তাদের লাইন করে দাঁড় করায় কাদের মোল্লাসহ অন্যরা। তারপর হঠাৎ গুলির শব্দ। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে লাইনের সবাই। মানুষের আর্তচিৎকারে ভারি হয়ে ওঠে আলব্দী গ্রামের বাতাস। ওইদিন ওরা আমার খালুসহ তিনশ চুয়াল্লিশ জনকে হত্যা করে।''

কোহলি, ম্যাক্সওয়েল ও ডুপ্লেসি'র ওপর অতি নির্ভরশীলতায় ভুগছে ব্যাঙ্গালোর

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ দক্ষিণ ভারতের সিনেমার খোঁজ রাখেন যারা তাদের কাছে পরিচিত এক নাম কেজিএফ, এই চলচ্চিত্রের দুটি পর্বই ভারতজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের কোহলি, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও ফ্যাফ ডু প্লেসির নামের আদ্যক্ষর নিয়ে এই ত্রয়ীকে 'কেজিএফ' বলা হচ্ছে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর আইপিএলের সবচেয়ে জনপ্রিয় দলগুলোর একটি, বরাবরই বড় ক্রিকেটারদের নিয়ে দল গড়ে এই ফ্র্যাঞ্চাইজ। এর আগেও এবি ডি ভিলিয়ার্স, ক্রিস গেইলদের মতো ক্রিকেটাররা এই দলের হয়ে খেলেছেন, কিন্তু আইপিএলের কোনও আসরেই শিরোপা জিততে পারেনি এই দলটি। এবারও আট ম্যাচের চারটিতে হেরে শুরু করেছে দলটি। এবারও সমর্থক ও বিশ্লেষকদের নজর বড় নামগুলোতে। কোহলি গ্লেন ফ্যাফ এই কেজিএফের ওপর নির্ভরশীলতা ব্যাঙ্গালোরের বড় দুর্বলতা বলছেন বিশ্লেষকরা।

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার ও বর্তমানে বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করা শন টেইট মনে করেন, এই তিনজনের পরে আর কিছুই নেই ব্যাঙ্গালোরের। অন্য দলে আপনি দেখবেন স্কোয়াড ক্রিকেটার থাকে, তারা ম্যাচ জেতায় ব্যাঙ্গালোরের সেটা নেই।

শন টেইটের মতে, এই তিনজনের দিকেই তাকিয়ে থাকে দলটা। এই তিনজন রান না পেলে বড় সমস্যায় পড়ে যায় দলটা।

যদিও ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ২০২৩ এর শীর্ষ রান সংগ্রাহকদের দুজন ডু প্লেসি ও ভিরাট কোহলি কিন্তু এটা তাদের দল হিসেবে সাহায্য করছে না, পয়েন্ট তালিকার পাঁচ নম্বরে আছে দলটি। গত রাতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের করা ২০০ রানের জবাবে একরকম বিপর্যস্তই হয়ে পড়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের ব্যাটিং লাইন আপ। ভারতের ক্রিকেট বিশ্লেষক দীপদাসগুপ্ত বলেছেন, এই তিনজন যদি রান না পান, সেদিনই ব্যাঙ্গালোরের আসল রূপ বেড়িয়ে আসে, দুর্বলতাগুলো চোখে পড়ে।

যদিও গত রাতে ভিরাট কোহলি ৫৪ রানের একটি ইনিংস খেলেছেন ৩৭ বলে, কিন্তু সেটা যথেষ্ট হয়নি। মাহিপাল লমরোর, দিনেশ কার্তিকরা লোয়ার মিডল অর্ডারে ছোট ছোট ক্যামিও ইনিংস খেলছে বটে কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জেতাতে পারছে না। গত কাল ম্যাচের মাঝেই আইপিএল সম্প্রচারকরা একটি পোলে প্রশ্ন রেখেছিলেন, আরিসিবি কি কোহলি, ফ্যাফ ও ম্যাক্সওয়েলের ওপর বেশি নির্ভরশীল? ৯৪ শতাংশ ভোটে উত্তর এসেছে, 'হ্যাঁ' এর পক্ষে।

মিডল অর্ডারে হারশাল প্যাটেল, শাহবাজ আহমেদরা যথেষ্ট প্রভাব রেখে ব্যাট করতে পারছেন না। আরসিবির ভারতীয় ক্রিকেটার রজত পাতিদার এবারে চোটের কারণে খেলছেন না। তিনি একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারতেন বলেই মনে করছেন বিশ্লেষক দীপদাসগুপ্ত। এর আগে কলকাতার বিপক্ষে ইডেন গার্ডেন্সে ১২৩ রানে অলআউট হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর।

বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন, এই কেজিএফের ওপর ভর করে হয়তো, কিছু ম্যাচে জয় পাবে আরসিবি কিন্তু এটা প্রায় দেড় মাসের একটা টুর্নামেন্ট, একটা দলে অন্তত সাত থেকে আটজন পারফর্ম না করলে টুর্নামেন্টে ভালো করা কঠিন হয়ে যায়। গতরাতে নিজের ২৩০তম আইপিএল ম্যাচ খেলতে নামা কোহলি প্রায় ১৪৫ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন, মনে হচ্ছিল কোহলির ব্যাটেই জয় পাবে ব্যাঙ্গালোর। কিন্তু তিনি আউট হওয়ার পর খেলার মোড় ঘুড়ে গেছে। কোহলি এবার আট ম্যাচে পাঁচটি অর্ধশতক হাঁকিয়েছেন। এমন ইনফর্ম ব্যাটার দলে থাকা স্বত্ত্বেও ব্যাঙ্গালোরের স্কোয়াডের গভীরতা নেই বলছেন বিশ্লেষকরা। আন্দ্রে রাসেলের বলে কোহলি আউট হয়ে যাওয়ার পরই সেটা স্পষ্ট হয়েছে। জনপ্রিয় ক্রিকেট উপস্থাপক হারশা ভোগলে নিজের বিশ্লেষণে বলছেন, ফ্যাফ ডু প্লেসি এই বয়সে এসেও যেভাবে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছেন, মানিয়ে নিচ্ছেন সেটা অবিশ্বাস্য। টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে প্রথম ছয় ওভারে রান তুলতে পারা বা না পারা ম্যাচের ফলাফলে অনেক বড় প্রভাব ফেলে, এই সময়ে মাত্র দুজন ফিল্ডার বাউন্ডারিতে থাকতে পারেন। ফ্যাফ ডু প্লেসি নিজেকে সে অনুযায়ী তৈরি করেছেন এবং দিন দিন তার স্ট্রাইক রেট বাড়ছে, আইপিএলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক এই ব্যাটসম্যান এখন ৬০ গড় এবং ১৬৭ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন। তবে রজত পাতিদারের না থাকার দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন হারশাও, রজত এবার দারুণ একটা ঘরোয়া মৌসুম কাটাচ্ছেন এই সময়ে এসে আইপিএলে ম্যাচ খেলতে না পারা ক্রিকেটার ও দল দুই পক্ষের জন্যই দুভার্গ্য। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে চার নম্বরে ব্যাট করেন। যদিও ম্যাক্সওয়েল একজন ফিনিশার হিসেবেই পরিচিত এই দলে এই নতুন ভূমিকায় মানিয়ে নিতে তার সময় লাগবে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকরা। এখানেই মূলত আরসিবির মিডল অর্ডারে একটা বড় ফাঁক দেখা যায়, যে কারণে দলটি ভারসাম্য ধরে রাখতে পারছে না। ব্যাঙ্গালোরের আরেকটা বড় সমস্যার জায়গা হচ্ছে বিদেশী চার ক্রিকেটারকে খুব বেশি নড়াচড়া করানোর সুযোগ পাবেনা দলটি। একে তো ফ্যাফ ডু প্লেসি অধিনায়ক হিসেবে আছেন, ফিট থাকলে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল খেলবেন প্রায় সব ম্যাচ, ফাস্ট বোলার হিসেবে আছেন ডেভিড উইলি আছেন আরেকজন স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে খেলছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। কিন্তু হাসারাঙ্গা বল হাতে যতোটা কার্যকর ব্যাট হাতে তিনি সেই ভূমিকা রাখতে পারেন না যেটা মাইকেল ব্রেসওয়েল রাখতে পারতেন কিন্তু ব্রেসওয়েল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অনভিজ্ঞতার কারণে টিম ম্যানেজমেন্টর পুরো ভরসা পাচ্ছে না। সব মিলিয়েই কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারকে কঠিন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে।

বাবরকে ধুয়ে দেওয়া সেই আকমলের মুখেই এবার প্রশংসা

লাহৌর ঃ আজ এ কথা তো কাল আরেক কথা। পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটারদের কথা যেন তাঁদের খেলার মতোই 'অননুমেয়'। এই যেমন কয়েক দিন আগেই বাবর আজমকে ধুয়ে দিয়েছিলেন পাকিস্তানের সাবেক উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান কামরান আকমল। দিন তিনেক কাটতে না কাটতেই সেই বাবরের প্রশংসাতেই পঞ্চমুখ তিনি।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি টোয়েন্টিতে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও সিরিজ জিততে পারেনি পাকিস্তান। আইপিএল, চোটের কারণে সেরা দলের অন্তত সাত আটজনকে ছাড়া খেলতে নেমে শেষ পর্যন্ত সিরিজ ড্র করেন কিউইরা।

একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যায়। যে কারণে টি টোয়েন্টি সিরিজ শেষে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বিশ্লেষণে বাবরের নেতৃত্বের সমালোচনা করেছিলেন কামরান আকমল, 'চার বছর দায়িত্বে থাকার পরও বাবর আজম জানে না কীভাবে অধিনায়কত্ব করতে হয়। সে এমনকি এটাও জানে না যে কোন সময়ে কোন বোলারকে আক্রমণে আনতে হয়। একই ভুল বারবার করে তারা ম্যাচ হেরে যাচ্ছে, এটা মোটেও অবাক করার মতো নয়।'

তবে গতকাল সেই কিউইদের বিপক্ষেই ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছে পাকিস্তান। ফখরের ১১৪ বলে ১১৭ রানের ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ২৮৯ রানের লক্ষ্য পাকিস্তান পেরিয়ে গেছে ৫ উইকেট ও ৯ বল হাতে রেখে।

অধিনায়ক বাবর খেলেছিলেন ৪৯ রানের ইনিংস। এতেই কামরানের মুখে শোনা গেছে বাবরের প্রশংসা, 'একজন ব্যাটসম্যান আউট হওয়ার পর ছন্দ ধরে রেখে ব্যাটিং করে যাওয়া খুব একটা সহজ কাজ নয়। মানসিকভাবে শক্তিশালী কোনো ক্রিকেটারই এই কাজ করতে পারে এবং সেই ক্রিকেটারের নাম বাবর। সে জানে, দলকে জেতানোর জন্য কীভাবে রান করতে হয়। ফখরের সঙ্গে তার ৮৬ রানের জুটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদি পাকিস্তান ওই সময়ে টানা উইকেট হারাত, নিউজিল্যান্ডের জন্য ম্যাচে প্রভাব বিস্তার করা সহজ হয়ে যেত।'

৩ কোটি টাকায় বিক্রি হবে ক্রিকেটের বিরল বই

কলকাতা ঃ কেমন ছিল দুইআড়াই শ বছর আগের ক্রিকেট?

ক্রিকেট অনুরাগী হলে প্রশ্নটা আপনার মনে জেগেছে নিশ্চয়ই। হয়তো অন্তর্জাল আর বইয়ের সাহায্য নিয়ে জেনেছেন বা জানার চেষ্টাও করেছেন। অতি ব্যতিক্রম না হলে এর সবই বিগত কয়েক যুগ বা এক দেড় শ বছরের ভেতরে লেখা। বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষ দিকে টেস্ট ক্রিকেট চালুর পরের সময়ের। কেমন হবে যদি দুইআড়াই শ বছর আগের ক্রিকেটের গল্প দুই শ বছরের পুরোনো বইয়ের মাধ্যমে জানা যায়? ক্রিকেটবিষয়ক বিরলতম এমন একটি বই বিক্রির জন্য বাজারে আসছে। বইয়ের নাম 'ক্রিকেট. আ কালেকশন অব অল দ্য গ্র্যান্ড ম্যাচেস অব ক্রিকেট প্লেইড ইন ইংল্যান্ড উইদিন টোয়েন্টি ইয়ার্স, ১৭৭১-১৭৯১'।

উইলিয়াম এপসের লেখা বইটি ১৭৯৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সোয়া দুই শ বছর আগের প্রথম সংস্করণের একটি কপি সংরক্ষিত ছিল প্রখ্যাত ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার ও সংগ্রাহক জন আরলটের কাছে। সেই কপিটি আগামী মাসে লন্ডনে বইমেলায় বিক্রির জন্য তোলা হবে। দাম ধরা হয়েছে ২ লাখ ২৫ হাজার পাউন্ড, যা মুদ্রায় প্রায় ৩ কোটি টাকা।

লন্ডনের সাচি গ্যালারিতে বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৮ থেকে ২১ মে পর্যন্ত। বিরল বইয়ের বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান পিটার হ্যারিংটনের মালিক পম হ্যারিংটন বলেন, 'এপসের ভলিউম দীর্ঘদিন অপ্রাপ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। মাত্র কয়েক কপির কথা জানা যায়, যার মধ্যে চারটি আগে নিলামে উঠেছে।'

বইটিকে সর্বকালের দামি বইগুলোর একটি উল্লেখ করে হ্যারিংটন যোগ করেন, 'এটিকে ক্রিকেট বইয়ের মধ্যে সর্বকালের সবচেয়ে দামি ধরা হয়ে থাকে। এখনকার মুদ্রামান অনুযায়ী এটির দাম হওয়ার কথা ২০১০ সালে বিক্রি হওয়া এমসিসি বইয়ের কাছাকাছি, যেটি বিক্রি হয়েছিল ১ লাখ ৫১ হাজার ২৫০ পাউন্ডে। ক্রিকেট বইয়ের মধ্যে এটিকে সবচেয়ে দামি বলে মনে করা হয়।' পম হ্যারিংটন আশা করছেন, বিক্রির মাধ্যমে উইলিয়াম এপসের বই সেই রেকর্ড ভেঙে দেবে।

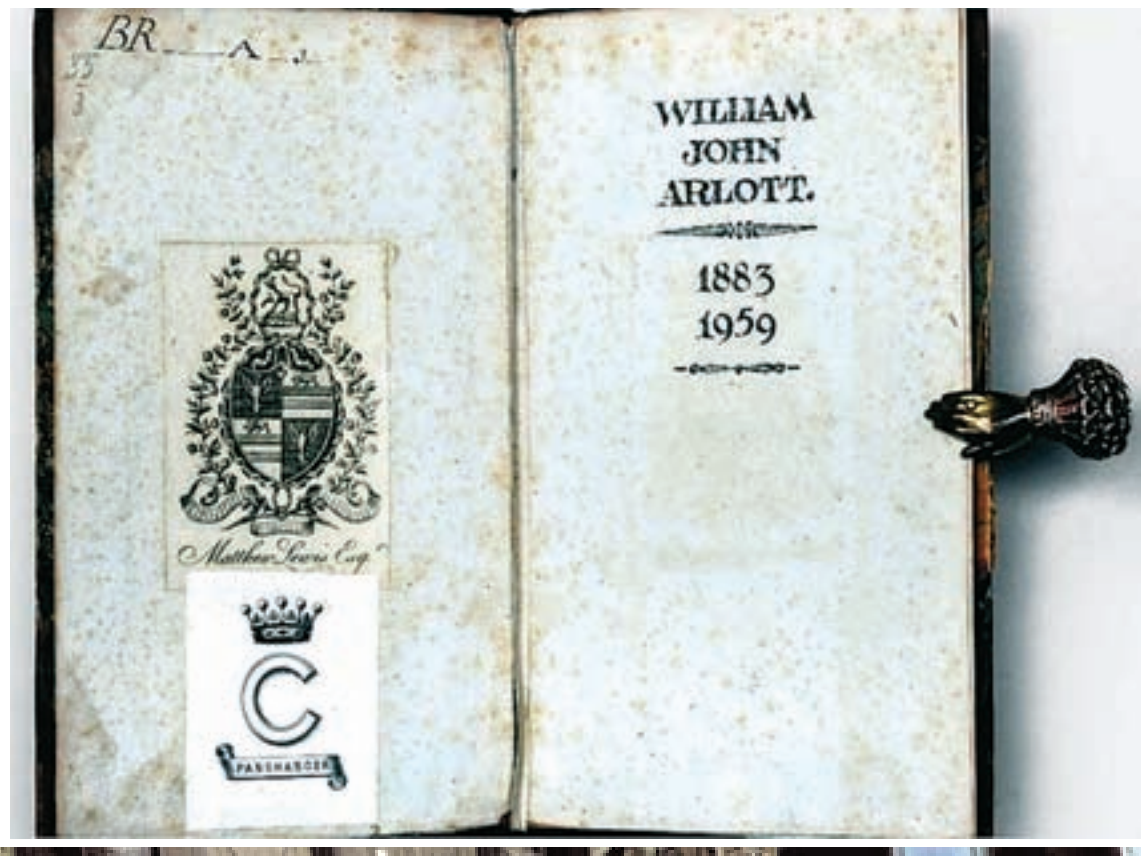

অন্ধ আনুগত্যভিত্তিক 'কাল্ট' সংগঠনে লোকে যোগ দেয় কেন?

কেনিয়া (ওয়েবডেস্ক) ঃ সম্প্রতি কেনিয়ায় একজন খ্রিস্টান ধর্মগুরুর অনুসারীরা যীশুর সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত অনশনের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে অন্তত ৯০ জনের নাখেয়ে মারা যাবার এক ঘটনা সারা দুনিয়ার সংবাদ মাধ্যমে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কেনিয়ার পুলিশ উপকূলীয় মালিন্দি শহরের কাছ থেকে কবর খুঁড়ে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। কিন্তু মানুষ কেন এরকম বিপজ্জনক অন্ধ আনুগত্যভিত্তিক গোষ্ঠী বা 'কাল্ট'-এর সদস্য হয়?

কেনিয়ার রাষ্ট্রীয় টিভি বলছে, গুড নিউজ ইন্টারন্যাশনাল চার্চ নামে একটি খ্রিস্টান উপগোষ্ঠীর ধর্মগুরু পল ম্যাকেঞ্জি এনেথেঙ্গে তার অনুসারীদের খ্রিস্টের সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত অভুক্ত থাকতে বলতেন।

ঐ ধর্মগুরু স্থানীয় তিনটি গ্রামের নামও দিয়েছিলেন বাইবেলে বর্ণিত এলাকার নামে - নাজারেথ, বেথলেহেম এবং জুদেয়া।

তার অনুসারীদের স্থানীয় একটি পুকুরের পানিতে 'পূতপবিত্র' হয়ে তাদেরকে অনশন শুরুর নির্দেশ দিতেন তিনি।

উপকুলীয় মালিন্দি শহরের কাছে শাকাহোলা জঙ্গলে একটি কবরে পাঁচ জনের মৃতদেহ উদ্ধারের পর থেকেই শুরু হয় তদন্ত। এর পর একে একে পাওয়া যেতে থাকে অনশনে মৃত্যুবরণের সাথে সম্পর্কিত মৃত ব্যক্তিদের কবরের সন্ধান।

গত কয়েকদিনে এসব কবর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৯০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে - যার মধ্যে অনেকগুলোই শিশুদের।

গত ১৫ই এপ্রিল পুলিশ মি. এনথেঙ্গেকে আটক করে।

মি. ম্যাকেঞ্জি অবশ্য তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেন ২০১৯ সালে তিনি তার গির্জা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু আদালত তাকে জামিন দেয়নি।

উদ্ধার করা মরদেহগুলোর ডিএনএ নমুনা পরীক্ষা করা দেখা হচ্ছে যে সত্যিই না খেয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছিল কিনা।

বলা হচ্ছে যে কেনিয়ার একটি খ্রিস্টান উপদলের প্রধান মি. এনথেঙ্গে হচ্ছেন এমন একজন ধর্মগুরু - যিনি তার অনুসারীদের মনে অন্ধ বিশ্বাস ও আনুগত্য সৃষ্টি করেছিলেন এবং তা এক বিপজ্জনক পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

এরকম কোন একজন গুরু বা নেতার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও আনুগত্যভিত্তিক সংগঠনকে বলা হয় কাল্ট।

গুরুর কথায় প্রভাবিত হয়ে অনশনে এতগুলো মানুষের মারা যাওয়া থেকে এটা স্পষ্ট যে মি. এনথেঙ্গের 'গুড নিউজ ইন্টারন্যাশনাল চার্চ' একটা চরম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

এ থেকে আরো বোঝা যায় এ ধরনের সংগঠন কত বিপজ্জনক হতে পারে।

আপনি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, দেখা যাবে যে আপনার কাছাকাছিই কোথাও একটা না একটা কাল্টের অস্তিত্ব আছে - বলছেন ড. আলেক্সান্দ্রে স্টাইন, যিনি যুক্তরাজ্যভিত্তিক একজন মনোবিজ্ঞানী। আদর্শগত উগ্রপন্থা এবং অন্যান্য বিপজ্জনক সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।

গুড নিউজ ইন্টারন্যাশনাল চার্চের মত গোষ্ঠী সারা পৃথিবী জুড়েই আছে এবং এগুলোর সবই যে ধর্মভিত্তিক সংগঠন - তা মোটেও নয়।

তবে এসব সংগঠনের একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে - এদের অনুসারী আকর্ষণ করার ক্ষমতা। তা ছাড়া কেউ যদি একবার এগুলোর সদস্য হয়, তাহলে তা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

কাল্ট কী?

আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশনের (এ পি এ) সংজ্ঞা

অনুযায়ী কাল্ট মানে এমন একটি ধর্মীয় বা প্রায়ধর্মীয় গোষ্ঠী - যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অস্বাভাবিক বা গতানুগতিকনয় এমন কিছু বিশ্বাস, বাইরের বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং একটি স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামো।

কাল্টগুলো প্রায়ই ধর্মীয় প্রকৃতির হয় - তবে রাজনীতির মত অন্যান্য বিষয়ের ওপর নির্ভর করেও গড়ে উঠতে পারে।

কাল্টরা শুধুই ধর্মভিত্তিক এবং চরমপন্থী হয়ে থাকে - এমন বিশ্বাস আসলে অবাস্তব ধারণা - বলছেন রিচার্ড টার্নার, যিনি বর্তমান এবং সাবেক কাল্ট সদস্যদের কাউন্সেলিং সহায়তা দিয়ে থাকেন।

আপনি যেখানে চাকরি করেন সেখানেও কাল্টের মত পরিস্থিতি গড়ে উঠতে পারে যদি আপনাকে - ধরা যাক, অব্যাহতভাবে বাড়তি কিছু ঘন্টা কাজ করতে বাধ্য করা হয় - বলেন তিনি।

উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, কিছু মাল্টিলেভেল মার্কেটিং গোষ্ঠী আছে যারা লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন কিছু কৌশল নেয় যার সাথে কাল্টের খুব মিল আছে।

ড. স্টাইন বলছেন, যারা কাল্টের শিকার তাদের ব্যাপারে বিশেষত তাদের শিক্ষা ও সামাজিক দক্ষতা কতটুকু - তার বিচার করতে বসাটা ঠিক নয়।

লোকে প্রায়ই মনে করে যে কেউ কাল্টে যোগ দেবার মানেই হলো সে আসলে নির্বোধ, বা তার কিছু একটা অভাব আছে - কিন্তু কাল্টগুলোর ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা যায় যে এর উল্টোটাই সঠিক।

তিনি বলছেন, কাল্টের প্রধানরা কর্মক্ষম ও বুদ্ধিমান লোকদে নিয়োগ করতে চায় কারণ তারা ওই গোষ্ঠীতে আরো সম্পদ নিয়ে আসতে পারে।

কাল্টরা এমন লোক চায় না যাদেরকে তাদের সেবাযত্ন বা দেখাশোনা করতে হবে।

ড. স্টাইন আরো বলছেন, কাল্টগুলোকে ঘিরে এমন একটা কাল্পনিক ধারণা রয়েছে যে লোকে নিজে থেকেই এতে যোগ দেয়।

তারা কিন্তু এমন কোন বিজ্ঞাপন দেয় না যে আসুন, আমাদের সাথে যোগ দিন। বরং শুরুতে তাদের আবেদনটা থাকে খুবই নির্দোষ ধরনের ।

তবে ড. স্টাইন বলছেন, কেনিয়ায় যেরকম বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়েছে, কাল্টের মধ্যে এ ধরনের ট্রাজেডি সাধারণত ঘটতে দেখা যায়না।

এমন নয় যে কাল্টের প্রধানরা শুরু থেকেই ভাবতে থাকেন যে তিনি তার সব সদস্যের মৃত্যু ঘটাবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯০-এর দশকে একটি ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল যার নাম 'হেভেন'স গেট' বা স্বর্গের দরজা। ১৯৯৭ সালে এই গোষ্ঠীটি এমন এক ঘটনা ঘটায় যা আন্তর্জাতিক সংবাদ শিরোনাম হয়েছিল।

এ গোষ্ঠীর ৩৯ জন সদস্য একটি 'আত্মহত্যার চুক্তি' করে মারা যায় - কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল ভিন গ্রহের বাসিন্দারা এসে তাদেরকে উদ্ধার এবং পুনরুজ্জীবিত করবে।

এই কাল্টের নেতা ছিলেন মার্শাল অ্যাপলহোয়াইট। তার ধারণা ছিল যে তার ক্যান্সার হয়েছে এবং তার সব অনুসারীকে তিনি সাথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন - বলছেন ড. স্টাইন।

তিনি বলেন, কাল্টের মধ্যে আত্মহত্যা বা খুনের মত ঘটনা শুধু তখনই ঘটে - যদি এর নেতার মনে ওই বিশেষ সময়ে এমন কোন ভাবনা আসে ।

কাল্টের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যে বিপদ বেশি ঘটতে দেখা যায় তা হলো শোষণ এবং যৌন নির্যাতন সহ নিপীড়নমূলক আচরণ।

দুনিয়ায় ভগবান রজনীশের পরিচয় ছিল একজন সেক্স গুরু হিসেবে।

কাল্টের আচরণগুলো নিরীক্ষা করে ড. স্টাইন দেখেছেন যে এগুলোর নেতারা সবসময়ই আকর্ষণীয় এবং সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের মানুষ হয়ে থাকেন।

প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই নেতাদের উত্থান হয় একই ধরনের গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার ভেতর থেকেই। সেখানেই তারা শেখে - মানুষকে প্রভাবিত করার কৌশলগুলো কীভাবে কাজে লাগাতে হয়, কীভাবে অনুসারীদের তাদের চারপাশে জড়ো করতে হয়।

ড, স্টাইন বলেন, এভাবে তারা কৌশলগুলো শিখে নেয়, এবং আগের গোষ্ঠী ছেড়ে নতুন গোষ্ঠী গড়ে তোলে - যেখানে তারা নিজের মতো করে কাজ করতে পারে। কাল্টের নেতারা বোকা নয়। বরং তারা আসলে অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং শক্তিধর, কারণ একটি কাল্ট গড়ে তুলতে অনেক কিছু দরকার হয়।

কাল্ট নেতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ । তবে নারী নেতাও যে নেই তা নয়। এরকম একজন হলেন ব্রাজিলের ভ্যালেন্টিনা ডে অ্যান্ড্রাডে - যাকে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা হতো।

তার নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীর নাম ছিল সুপিরিয়র ইউনিভার্সাল লিনিয়েজ । ১৯৯০এর দশকে বেশ কিছু শিশু হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছিল তবে পরে তাকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়।

টার্নার বলছেন, একজন লোক খুব সহজেই কাল্টের সাথে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

তিনি বলছেন, এর কারণ কাল্ট নেতারা 'লাভবম্বিং' করতে খুবই দক্ষ - যাকে বলা যায় অতিমাত্রায় স্নেহভালোবাসা এবং মনোযোগ দেখিয়ে একজন লোককে প্রভাবিত করে ফেলা।

টার্নার বলছেন, তার জীবনে এরকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে।

২০১৩ সালে তাকে ভুলিয়েভালিয়ে একটি হিপস্টার খ্রিস্টান কাল্টের সদস্য

মিয়ানমারের কোকো আইল্যান্ডে যে স্থাপনা ভারতের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে

নয়া দিল্লি ঃ ২০০৫ সালে ভারতীয় নৌবাহিনীর তৎকালীন প্রধান অ্যাডমিরাল অরুণ প্রকাশ এক সরকারি সফরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিলেন। পোর্ট ব্লেয়ারে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি জানান, মিয়ানমার সরকারের বক্তব্য অনুসারে কোকো আইল্যান্ডে চীনের কোনও উপস্থিতি নেই। আমরা তাদের এই কথা বিশ্বাস করি।

অ্যাডমিরাল অরুণ প্রকাশের ওই সফরের মাসকয়েক আগেই মিয়ানমারের নৌবাহিনীর তখনকার প্রধান সো থিইন দিল্লিতে এসেছিলেন এবং ভারতীয় নৌপ্রধানের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। ১৯৪৮য়ে মিয়ানমারের স্বাধীনতা লাভের আগে জাপানের সেনাবাহিনী কোকো আইল্যান্ডকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের একটি নৌঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করত। স্বাধীন দেশ মিয়ানমারের অংশ হওয়ার পর বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক অবধি কোকো আইল্যান্ডে ছিল একটি রেডার স্টেশন। 'গ্রেট কোকো আইল্যান্ডে'র একটা বিশেষত্ব হল ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে এই দ্বীপটি উত্তর দিকে মাত্র ৫৫ কিলোমিটার দূরে। এই কোকো আইল্যান্ডকে কেন্দ্র করেই এখন একটি আন্তর্জাতিক বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, যার মূলে আছে সুপরিচিত ব্রিটিশ পলিসি ইনস্টিটিউট 'চ্যাটাম হাউসে'র নতুন একটি রিপোর্ট।

তাদের ওই গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, সদ্য পাওয়া নির্ভরযোগ্য স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে দেখা যাচ্ছে ওই দ্বীপটিতে এখন অনেক বেশি কর্মকান্ড চলছে, যা ভারতের জন্য মোটেই সুখবর নয়। ওই উপগ্রহ চিত্র থেকে আরও আভাস পাওয়া যাচ্ছে, কোকো আইল্যান্ড থেকে মিয়ানমার সম্ভবত অচিরেই 'মেরিটাইম সার্ভেল্যান্সে'র (সামুদ্রিক নজরদারি) জন্য গোয়েন্দা তথ্য আহরণ শুরু করবে। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ এমনও মনে করেন মিয়ানমারের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিবেশী চীনও ওই দ্বীপে তাদের নিজেদের জন্য একটি স্ট্র্যাটেজিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে।

স্যাটেলাইট ইমেজারির জগতে বিশ্বের অগ্রণী প্রতিষ্ঠান 'ম্যাক্সার টেকনোলজিস' টানা বেশ কয়েক মাসের গবেষণার পর কোকো আইল্যান্ডের এই ছবিগুলো প্রকাশ করেছে। ওই সব ছবিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে,

বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত ওই দ্বীপটিতে নানা ধরনের নির্মাণ কাজ চলছে পুরো দমে।

চ্যাটাম হাউসের হয়ে রিপোর্টটি তৈরি করেছেন যারা, সেই গবেষক ড্যামিয়েন সাইমন ও জন পোলক জানাচ্ছেন, এয়ারক্র্যাফটকে সুরক্ষিত রাখার জন্য দুটি হ্যাঙ্গার এবং থাকার জন্য কোয়ার্টার বানানো হয়েছে। আর সেখানে আগে থেকেই যে ১৩০০ মিটার লম্বা এয়ারস্ট্রিপ ছিল সেটার দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে ২৩০০ মিটার করা হয়েছে।

বিখ্যাত প্রতিরক্ষা সাময়িকী 'জেন ডিফেন্স উইকলি'র মতে, যুদ্ধবিমান এবং বড় আকারের সামরিক কার্গো এয়ারক্র্যাফটের ওঠানামার জন্যই ১৮০০ মিটার থেকে ২৪০০ মিটার লম্বা রানওয়ের প্রয়োজন হয়।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী সম্প্রতি কোকো আইল্যান্ডে এই কথিত তৎপরতা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে সব কার্যকরাপ প্রভাব ফেলতে পারে সেগুলোর ওপরে ভারত প্রতিনিয়ত নজর রেখে চলে।

কোকো আইল্যান্ডে চীন বা অন্য কোনও দেশ সামরিক স্থাপনা বানাচ্ছে, মিয়ানমারের সামরিক সরকার অবশ্য এই অভিযোগ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছে। সামরিক সরকারের মুখপাত্র মেজর জেনারেল জও মিন তুন এই সব অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করে বলেছেন, মিয়ানমার তার ভূখন্ডে কোনও বিদেশি সরকারকেই তাদের সামরিক ঘাঁটি বানাতে দেবে না।

তিনি আরও বলেন, ভারত সরকারও এটা খুব ভাল করেই জানে যে ওই দ্বীপে শুধু আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাই আছেন - যাদের কাজ হল মিয়ানমারকে সুরক্ষিত রাখা।

২০২১র ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকেই সেদেশে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ক্রমশ বাড়ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে মিয়ানমারে প্রভাব সবচেয়ে বেশি বাড়ছে চীনের।

সামুদ্রিক বাণিজ্য রুটে তাদের আমদানিরপ্তানি এবং জ্বালানি চাহিদা মেটানোর জন্য বিগত বহু দশক ধরেই চীনের নজর রয়েছে 'মালাক্কা প্রণালী'র ওপর।

প্রায় ৮০০ কিলোমিটার লম্বা এই সামুদ্রিক রুটটি গেছে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের ভেতর দিয়ে। চীনের জাহাজ এই মালাক্কা প্রণালী দিয়ে গিয়েই বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে তাদের পণ্য নিয়ে যায়।

মিয়ানমার যেহেতু এখন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কবলে এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সঙ্কটেও ভুগছে, তাই এই পটভূমিতে তারা চীনের জন্য উপযুক্ত একটি 'মিত্র দেশ' হিসেবে উঠে আসতে পারে। প্রতিরক্ষা খাতেও চীন বহুদিন ধরেই মিয়ানমারে সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী দেশ, সেখানে বিদেশি লগ্নির ক্ষেত্রেও চীন দ্বিতীয় বৃহত্তম।

ভারতের নামী স্ট্র্যাটেজিক বিশ্লেষক ব্রহ্ম চেলানির কথায়, যেভাবে পশ্চিমা শক্তিগুলো মিয়ানমারকে ঘিরে ফেলেছে এবং বিগত বেশ কয়েক দশক ধরে তাদের সঙ্গে বিরূপ আচরণ করে আসছে তাতে মিয়ানমার আর চীনের ঘনিষ্ঠতাই আরও বেড়েছে।

চীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে আসলে কতটা, তা মিয়ানমারের সেনাবাহিনী খুব ভালভাবেই জানে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোণঠাসা হয়ে পড়ার পর চীনের কাছে যাওয়া ছাড়া তাদের উপায়টাই বা কী?

ভারতের জন্য আরও একটা বড় উদ্বেগের বিষয় হল, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রায় সবগুলো দেশেই - যেমন কাম্বোডিয়া, লাওস, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড বা ভিয়েতনামে - এখন স্বৈরতন্ত্রী সরকার ক্ষমতায় রয়েছে।

এর মধ্যে কাম্বোডিয়ার মতো বিভিন্ন দেশই নানা ধরনের আর্থিক নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন, আন্তর্জাতিকভাবেও তারা অনেকটা একঘরে।

ঠিক এই কারণেই ২০২১ সালে 'ফিউচার অব এশিয়া' কনফারেন্সে ভাষণ দিতে গিয়ে কাম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন বলেছিলেন, চীনকে ভরসা না করে আমার উপায় কী? চীনের কাছে না চাইলে আমি চাইবোটা কার কাছে?

পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, মিয়ানমারের সামরিক সরকারের কাছে থেকেও হয়তো একদিন এই ধরনের বার্তা আসতে পারে - আর ভারতের জন্য অবশ্যই সেটা হবে বিরাট দুঃসংবাদ।

মিয়ানমারের আন্তর্জাতিক সীমান্তের একদিকে রয়েছে ভারত, আর দক্ষিণে থাইল্যান্ড।

মিয়ানমারে এমন বহু জাতিগোষ্ঠী রয়েছে, ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যেও যাদের পাওয়া যায়।

মিয়ানমার গবেষক মেরি কালাহান আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনে গ্লোবাল ফরেন পলিসি বিষয়ে পড়ান। 'মেকিং এনিমিজঃওয়ার অ্যান্ড স্টেটবিল্ডিং ইন বার্মা' নামে তিনি একটি বইও লিখেছেন।

সেই মেরি কালাহানের মতে, মিয়ানমারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল তাদের সরকার।

তিনি বলছিলেন, আর্মি যদি মিয়ানমারে নির্বাচন করাতেও যায়, তাদের বাইরের সমর্থনের প্রয়োজন হবে। সেখানে তারা চীন ও রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য আশা করতে পারে। এই দুটি দেশই তাদের অস্ত্রশস্ত্র জোগাচ্ছে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সহযোগিতা করে আসছে।

এর পাশাপাশি আর একটা গ্রুপ হল ভারত ও থাইল্যান্ড - তাদেরও আবার মিয়ানমারে আলাদা নিজস্ব এজেন্ডা রয়েছে। মিয়ানমারে সামরিক ও গোয়েন্দা প্রভাব বাড়ানোর জন্য এই সব দেশগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে - সেটা তাই খুব স্বাভাবিক, মন্তব্য মেরি কালাহানের।

বস্তুত ঠিক একই ধরনের প্রশ্ন এখন উঠছে কোকো আইল্যান্ড নিয়েও - সেখানে যে ধরনের কার্যকলাপ এখন চোখে পড়ছে সেগুলো কি আড়াল থেকে আসলে চীনই করাচ্ছে?

এটাও বলা হচ্ছে যে চীন সম্ভবত ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই দূর থেকে তাদের 'বন্ধু' মিয়ানমারকে সাহায্য করছে। ভারত মহাসাগরের 'গেটওয়ে' হিসেবে কোকো আইল্যান্ড অবশ্যই তাদের বিরাট কাজে আসবে।

বঙ্গোপসাগরে সামরিক নজরদারি (মিলিটারি সার্ভেল্যান্স) বাড়ানোর ক্ষেত্রেও যে এটি মিয়ানমারকে প্রভূত সাহায্য করবে, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।

মিয়ানমারে ইউনিভার্সিটি অব ইয়াঙ্গনে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক সন উইনের কথায়, পররাষ্ট্র নীতিই হোক বা দেশের স্বরাষ্ট্র নীতি, প্রতিটি দেশকেই নিজের স্বার্থে এগুলো নিয়ে ক্রমাগত কাজ করে যেতে হয়। মিয়ানমারকেও তাই একই জিনিস করতে হবে।

তিনি আরও বলছিলেন, ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণেও মিয়ানমারের অবস্থানটা আসলে খুব আকর্ষণীয়।

আমাদের উত্তর ও পশ্চিমে যেমন চীন ও ভারতের মতো দুটো বৃহৎ পরাশক্তি রয়েছে, তেমনি দক্ষিণে ও পূর্বে আমরা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অংশ।

ফলে মিয়ানমারের বাজার ধরার জন্য এবং এ দেশের অর্থনীতিতে অংশ হয়ে ওঠার জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে যে প্রতিযোগিতা থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। আর আগামী দিনে এই পরিস্থিতি চট করে পাল্টাবেও না, মনে করছেন সন উইন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি শনিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
29:04:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

গোয়েন্দা সংস্থার অফিস ও থানায় নির্যাতন – যেসব কারণে আলোচিত 'মহানগর'

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ পুলিশের একজন ওসিকে থানা থেকে উঠিয়ে এনে অজ্ঞাত স্থানে আটকে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ এবং তার অতীত কাহিনী নিয়ে নির্মিত 'মহানগর ২' ওয়েব সিরিজ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের দর্শকদের মধ্যে বেশ আলোড়ন ফেলেছে। কোন একটি গোয়েন্দা সংস্থার 'গোপন ডিটেনশন সেন্টারে' কীভাবে জিজ্ঞাসাবাদ হয় এবং সেখানে কীভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির টেলিফোন কথোপকথন রেকর্ড করা হয়, তার একটি ধারণা দেয়া হয়েছে 'মহানগর ২ সিরিজের' মাধ্যমে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে কোন নাটক, সিনেমা কিংবা ওয়েব সিরিজ নিয়ে এতোটা আলোচনা হয়নি। গণমাধ্যম বিশ্লেষক এবং দর্শকরা বলছেন, মহানগর ২ সিরিজে যেসব বিষয় উঠে এসেছে সেগুলো যেন সমসাময়িক বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। এই সিরিজের কেন্দ্রীয় চরিত্র ওসি হারুন দর্শকদের কাছে পরিচিত একটি নাম হয়ে উঠেছে। একজন সংসদ সদস্যের সাথে মেয়রের দ্বন্দ্ব, মানুষজনকে উঠিয়ে নিয়ে গোয়েন্দা সংস্থার কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ, একজন শীর্ষস্থানীয় ধনী ব্যবসায়ীর সন্তানের বেপরোয়া আচরণ – এসব বিষয় উঠে এসেছে মহানগর ২ সিরিজের মাধ্যমে। বিশ্লেষকরা বলছেন, মহানগর ২ সিরিজে যেসব চরিত্র কিংবা বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে সেগুলোর সাথে বাস্তবের চরিত্র এবং ঘটনা মেলাতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। একজন বিলিয়নিয়ারের কাণ্ডকীর্তি, ইন্টেলিজেন্স (গোয়েন্দা) বিভাগের কাণ্ডকীর্তি, একজন নারী মেয়র ও একজন এমপির মধ্যে দ্বন্দ্ব – এসব কিছু উঠে এসেছে এখানে।

ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে রাশিয়ার মিসাইল হামলা, নিহত অন্তত ১৩

কিয়েভ (এজেন্সী) ঃ রাজধানী কিয়েভসহ ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে আবারও বড় ধরনের মিসাইল হামলা চালিয়েছে রাশিয়া, যাতে অন্তত ১৩ জন নিহত হয়েছে।

ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলছেন, দেশটির মধ্যাঞ্চলীয় শহর উমানে কয়েকটি ফ্ল্যাটের ওপর চালানো শুক্রবারের হামলায় একটি শিশুসহ ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

স্থানীয় একজন মেয়র জানিয়েছেন দনিপ্রো শহরে মিসাইলের আঘাতে তিন বছরের একটি শিশু এবং একজন নারী নিহত হয়েছেন।

মধ্যাঞ্চলীয় আরো একটি শহর ক্রেমেনচুকেও বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন উমান শহরের যে ১০টি আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে – এই অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকটি তার অন্যতম।

রাষ্ট্রীয় উদ্ধারকারী বাহিনী বলছে হামলায় যে শিশুটি মারা গেছে, ২০২৩ সালেই তার জন্ম।

এছাড়াও আরো ১১ জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে।

পাল্টা আক্রমণের আগেই রুশ হামলা?

ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওলেক্সেই রেজনিকফ বলছেন, রাশিয়ার ওপর পাল্টা আক্রমণ শানানোর জন্যে তাদের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে।

পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতিরক্ষা জোট নেটো বলছে, তারা ইউক্রেনকে যেসব যুদ্ধ সরঞ্জাম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার ৯৮ শতাংশই কিয়েভের কাছে সরবরাহ করা হয়েছে।

ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী অত্যাধুনিক এসব অস্ত্র দিয়ে রুশ সৈন্যদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এসব অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া যান এবং প্রচুর গোলাবারুদ।

প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, সর্বশেষ এই আক্রমণ থেকে আবারও প্রমাণ হচ্ছে যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। রাশিয়ার এই আক্রমণকে তিনি বদমাশের কাজ বলে মন্তব্য করেন।

অশুভ শক্তিকে অস্ত্র দিয়ে থামানো সম্ভব। আমাদের রক্ষাকারীরা সেটা করছে। নিষেধাজ্ঞা দিয়েও একে থামানো যাবে – আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরো বাড়াতে হবে, এক টুইট বার্তায় বলেন মি. জেলেনস্কি।

রাজধানী কিয়েভে সামরিক প্রশাসন বলছে ৫১ দিন পর এই শহরে আবারও রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত করলো। তবে তাতে কতজন হতাহত হয়েছে সেবিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানা যায়নি।

টেলিগ্রামে পোস্ট করা এক বার্তায় সামরিক কর্মকর্তারা বলছেন রাশিয়ার ছোঁড়া ২৩টি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে ২১টিকে ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাহায্যে আকাশেই ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

এছাড়াও রাশিয়ার আরো দুটি ড্রোনকেও গুলি করে মাটিতে নামানো হয়।

টেলিগ্রামে ইউক্রেনের স্টেট বর্ডার সার্ভিসের পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে উমান শহরের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটি মিসাইল হামলায় কতোটা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তার একজন বাসিন্দা ওলগা সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন হামলায় তার অ্যাপার্টমেন্টের জানালাগুলো উড়ে গেছে এবং তার পরেই বিস্ফোরণ ঘটেছে।

পরে জরুরি বিভাগের কর্মীরা এসে সেখান থেকে মৃতদেহগুলো উদ্ধার করে।

আরেকজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেছেন স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে চারটার দিকে তিনি একটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান।

তিনি বলেন, খুব শক্তিশালী দুটো বিস্ফোরণ হয়েছে, এর পর সবকিছুতে আগুন ধরতে শুরু করে, গাড়িগুলোতেও আগুন লেগে যায়।

ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা যখন পশ্চিমা মিত্র দেশগুলোর কাছ থেকে পাওয়া ট্যাঙ্কসহ নতুন নতুন অস্ত্র দিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করার কথা বলছেন, তখনই ইউক্রেনজুড়ে এই হামলা চালানো হলো।

শীতের সময় চালানো যুদ্ধে রাশিয়া খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি।

কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহর বাখমুত দখলের জন্য প্রায় ১০ মাস ধরে সেখানে লড়াই চলছে। কী কারণে রাশিয়া শুক্রবার এই হামলা চালালো তা এখনও পরিষ্কার নয়, তবে এর আগেও মস্কো ইউক্রেনের বেসামরিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনা করেছে।

মস্কো বলেছে তারা বেসামরিক লোকজনকে টার্গেট করে হামলা চালায় না, তবে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনের রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ হতাহত হয়েছে।

'গুলি ফুরিয়ে যাচ্ছে' – বাখমুট রণাঙ্গনে উদ্বিগ্ন ইউক্রেনীয় বাহিনী

বাখমুট ঃ এক বছর আগে ভলোদোমির এবং তার ইউনিটের সৈন্যরা তাদের বিএম২১ গ্রাড রকেট লঞ্চার দিয়ে একবারে ৪০টি গোলা ছুঁড়তো। কিন্তু এখন একসাথে ৪০টি ব্যারেলের মাত্র অল্প কটি ব্যবহার করতে পারছে তারা। আমাদের কাছে যথেষ্ট গোলা নেই, বলেন ভোলোদোমির।

কিন্তু পূর্ব ইউক্রেনের বাখমুট শহরে কোণঠাসা হয়ে পড়া ইউক্রেনীয় সৈন্যদের সাহায্যের জন্য তার সপ্তদশ ট্যাংক ব্যাটালিয়ন ইউনিটের নিয়মিত ডাক পড়ে। গত কয়েক মাস ধরে রাশিয়া ইউক্রেনের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এখনও সেই লড়াইয়ের জয়পরাজয়ের ফয়সালা হয়নি, তবে রুশরা এখন তাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি।

রুশদের চোখ এড়াতে জঙ্গলের মধ্যে গাছের আড়ালে যখন আমরা দাঁড়িয়ে কথা বলছি, ভলোদিমিরের কাছে কল আসে যে ১৫ কিলোমিটারের দূরে যে জায়গা থেকে রুশরা মর্টার ছুঁড়ছে সেটি টার্গেট করে রকেট ছুড়তে হবে।

সাথে সাথে শত্রুর চোখ ফাঁকি দিতে ডালপালা দিয়ে ঢাকা সাঁজোয়া যানটি প্রস্তুত করতে শুরু করে দিল সৈন্যরা। ডালপালা সরিয়ে ফেলে এক কিলোমিটার দূরে একটি খোলা মাঠের ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো গাড়িটিকে। তারপর তার ওপর বসানো রকেট লঞ্চারের ব্যারেলগুলো টার্গেট করা হলো। মাথার ওপর একটি ইউক্রেনীয় ড্রোন উড়ছিল যার সাহায্যে শত্রুর অবস্থান যতটা সম্ভব নিখুঁতভাবে নিশানা করার চেষ্টা করা হচ্ছিল।

গোলা ছোঁড়ার পর তাদের জানানো হলো টার্গেট থেকে রকেট ৫০ মিটার দূরে গিয়ে পড়েছে। সেইমত ব্যারেলের উচ্চতা এবং নিশানা সমন্বয় করে আরও দু'দফা গোলা ছুঁড়ে দ্রুত গাড়িটিকে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে আসা হলো।

পরপরই তাদের জানানো হলো – রকেট টার্গেটে আঘাত করেছে।

তবে ভলোদোমির কিছু হতাশ কারণ যতটা প্রয়োজন সেইমত লড়াই করা সম্ভব হচ্ছেনা। আমাদের সৈনিকরা সেখানে প্রাণ হারাচ্ছে। তাদের আমরা আরও সাহায্য করতে পারতাম।

ইউক্রেনের গ্রাড রকেটের মজুদ প্রায় শেষের পথে। তাদেরকে এখন অন্য দেশ থেকে আসা সরবরাহের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

ভলোদোমির জানালেন সেই গোলা এখন আসছে চেক রিপাবলিক, রুমানিয়া এবং পাকিস্তান থেকে। তিনি বলেন, পাকিস্তান থেকে যেগুলো আসছে সেগুলোর মান ভালো নয়।

যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হচ্ছে, অস্ত্র ও গোলার জন্য ইউক্রেন তত বেশি অস্থির হয়ে পড়েছে।

রাশিয়ার ওপর ব্যাপক পাল্টা হামলা এখন ইউক্রেনের প্রধান লক্ষ্য – তবে একইসাথে তাদেরকে বর্তমান অবস্থানও ধরে রাখতে হচ্ছে।

যদিও বাইরে থেকে ট্যাংক ও সাঁজোয়া যানসহ অনেক আধুনিক অস্ত্র আসছে, তবে ইউক্রেন এখনও সোভিয়েত জমানার অস্ত্র-গোলাবারুদের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল।

তাদের কাছে এমনকি রাশিয়ার তৈরি বুক বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে – যা দিয়ে বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন ধ্বংস করা যায়। কাছেই জঙ্গলের ভেতর গোপনে মোতায়েন তেমন একটি বুক ইউনিট দেখানো হয় আমাদের।

এই বুক বিমান বিধ্বংসী অস্ত্র থাকার কারণে রাশিয়া এখনও ইউক্রেনের আকাশের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি।

বুক ইউনিটের কম্যান্ডার জোসেফ বললেন, এই অস্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়া এখন রুশদের এক নম্বর টার্গেট। ফলে এটি রক্ষায় তারা সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করছেন। লম্বা একটি ট্রাকের ওপর বসানো বুকের রেডারটিকে একটি গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে ডালপালা এবং জাল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। গাড়ির ওপরে দুটো ধুসর রংয়ের ক্ষেপণাস্ত্র ফিট করা।

কম্যান্ডার সেরহির আশংকা পাঁচ'দশ বছর এই যুদ্ধ চললে তা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা ইউক্রেনের থাকবে না।

এ মাসের প্রথম দিকে ফাঁস হওয়া মার্কিন গোপন নথিতে ইউক্রেন যুদ্ধের ওপর বিস্তারিত গোয়েন্দা তথ্য এবং বিশ্লেষণ রয়েছে।

ইউক্রেনের বুক ক্ষেপণাস্ত্রের চরম ঘাটতির কথা রয়েছে মার্কিন ঐ নথিতে। সে প্রসঙ্গ তুলতে সেরহি উত্তর দিলেন, একথা সত্যি নয়।

তবে তিনি স্বীকার করলেন বুক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী ব্যবস্থা সচল রাখা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে।

যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের কাছে সেগুলো নেই – কারণ যেসব কারখানায় এসব যন্ত্রাংশ তৈরি হয় সেগুলো ইউক্রেনে নয়।

জোসেফের মতে আমেরিকার গোপন নথিতে এমন কিছু নেই যেগুলো অজানা।

তিনি মনে করেন ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর ক্ষমতা সম্পর্কে রাশিয়া সবসময়ই অবগত।

তবে রাশিয়া এখনও জানেনা কোথায় এবং কখন ইউক্রেনীয় বাহিনী পাল্টা হামলা চালাবে। এবং সেই পাল্টা হামলা করেই ইউক্রেনের পক্ষে ৮০০ মাইল লম্বা রণাঙ্গনে চাপ কমানো সম্ভব হবে, হারানো কিছু জায়গা পুনর্দখল সম্ভব হবে।

কিন্তু সেই পাল্টা হামলার জন্য ইউক্রেনের আরও অস্ত্র এবং সরঞ্জাম দরকার। দুপক্ষই এখন রণাঙ্গনে শক্তি ধরে রাখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

বাখমুটের অন্য একটি অংশে রুশ সৈন্যদের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট দিনে শত শত রাউন্ড গোলা ছুড়ছে। তারা পশ্চিমাদের দেওয়া কিছু অস্ত্রও ব্যবহার করছে সেখানে।

যেমন সেরহি এবং তার ইউনিট ব্রিটেনের তৈরি এল১১৯ কামান ব্যবহার করছে। তবে হিসেব করে গোলা ছুড়তে হচ্ছে, দিনে বড় জোর ৩০ রাউন্ড। আমাদের এখন যথেষ্ট লোক রয়েছে, কিন্তু আমাদের দরকার গুলি। এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন গুলির, তিনি বলেন।

জয়পরাজয়ের জন্য এই বছরটি ইউক্রেনের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

সেহরির উত্তর ছিল, এ বছর যদি আমরা পাল্টা হামলা চালাতে পারি এবং দখল হওয়া জমি নিয়ে নিতে পারি, তাহলে এই যুদ্ধে আমরা জিতবো। কিন্তু তা যদি না হয়, তাহলে আরও পাঁচ'দশ বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার রসদ ইউক্রেনের নেই।

গ্রাড কম্যান্ডার ভলোদোমির ছিলেন আরও স্পষ্ট। দেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অর্থনীতির অবস্থাও বেহাল। তার ভয় এ বছর যদি যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেন বড় কোনও সাফল্য না দেখাতে না পারে, তাহলে পশ্চিমা সাহায্য কমে যেতে পারে। আমাদের ভয় হচ্ছে যে পশ্চিমা মিত্ররা আমাদের সাহায্য করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে – বলেন তিনি।

টিভি লাইভে হঠাৎ অসুস্থ এরদোয়ান, তুর্কি প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্য নিয়ে নানা গুজব

তুরস্ক (এজেন্সী) ঃ তুরস্কে একটি টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় অসুস্থ হয়ে পড়ার পর নির্বাচনী প্রচারণা স্থগিত করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তায়েপ এরদোয়ান। সাক্ষাৎকারের মধ্যে মি. এরদোয়ান অসুস্থ হয়ে পড়ায় অনুষ্ঠানটির সম্প্রচার হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়।

তবে ২০ মিনিট বিরতির পর অনুষ্ঠানটি শুরু হলে মি. এরদোয়ান জানান যে 'পাকস্থলীর ফ্লু' এর কারণে তিনি সাময়িকভাবে অসুস্থ বোধ করছেন।

পরে তিনি টুইট করেন যে ঃ 'চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী আজ আমি বিশ্রাম করবো।...আগামীকাল থেকে আমরা আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবো।

ঊনসত্তর বছর বয়সী মি. এরদোয়ান তার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দিতাপূর্ণ নির্বাচনের জন্য প্রচারণা চালাচ্ছেন।

তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কেমাল কিলিচদারোগলু ছয়টি দলের একটি জোটের নেতা হিসেবে নির্বাচন করছেন।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান অসুস্থ হওয়ার পর অনেক নেতার মত তিনিও তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

তুরস্কের স্বাস্থ্য মন্ত্রী ফাহরেতিন কোচা বৃহস্পতিবার জানান যে প্রেসিডেন্টের শরীরের অবস্থা ভালো। মি. এরদোয়ান যত দ্রুত সম্ভব তার পূর্ব নির্ধারিত নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করবেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টেলিভিশনে লাইভ সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় মি. এরদোয়ান যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তার পাশে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। টেলিভিশন চ্যানেল উলকে টিভি ও কানাল সেভেন – যাদেরকে সরকারের সমর্থক হিসেবে মনে করা হয় – মি. এরদোয়ানের সাক্ষাৎকারটি সরাসরি সম্প্রচার করছিল।

একজন সাংবাদিক একটি প্রশ্ন করার পরপরই ক্যামেরায় তার চিন্তিত মুখ দেখা যায়। এরপরই টেলিভিশন স্ক্রিন অন্ধকার হয়ে যায়।

মি. এরদোয়ান অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই টিভিতে এসে ব্যাখ্যা দেন যে অসুস্থ থাকায় তিনি সূচী বাতিল করতে চেয়েছিলেন।

পরে তিনি দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের অনেক সময় এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়।

এই অনুষ্ঠানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তুরস্কের বাইরের কয়েকটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে জল্পনা শুরু হয় যে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

তবে মি. এরদোয়ানের যোগাযোগ বিভাগের প্রধান ফেপাহরেতিন আলতুন প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্য নিয়ে এসব 'ভিত্তিহীন দাবি অস্বীকার' করে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিবৃতি দিয়েছেন। যেসব অ্যাকাউন্ট থেকে 'গুজব' ছড়ানো হয়েছে, সেসব অ্যাকাউন্টের স্ক্রিনশটও প্রকাশ করেছেন তিনি।

এসব গুজবের জবাব দিয়ে তিনি টুইট করেন ঃযত মিথ্যা তথ্যই ছড়ানো হোক, তুরস্কের মানুষ ১৪ই মে'র নির্বাচনে তাদের নেতা এরদোয়ানের সাথে থাকবে এবং তার একে পার্টি বিজয়ী হবে।

গত ২১ বছর ধরে মি. এরদোয়ান ক্ষমতায় আছেন। এই প্রথমবার টিভিতে লাইভ ইন্টারভিউ চলাকালে তার অসুস্থ হওয়ার মত ঘটনা ঘটলো। এর আগে ২০১১ এবং ২০১২ সালে তার পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার হয়। সেসময়ও তার স্বাস্থ্য নিয়ে নানা কানাঘুষা তৈরি হয়েছিল।

নির্বাচন নিয়ে সবশেষ জরিপের হিসেব অনুযায়ী এই নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট মি. এরদোয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বী কেমাল কিলিচদারোগলুর জয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। নির্বাচনের প্রথম ধাপ অনুষ্ঠিত হবে ১৪ই মে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হতে পারে এর দুই সপ্তাহ পর।

বুধবার আনাতোলিয়ায় তিনটি নির্বাচনী জনসভায় মি. এরদোয়ানের যোগ দেয়ার কথা থাকেলেও তিনি সেগুলো বাতিল করেন। তিনি জানান, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি বাসায় থাকছেন।

এরপর তিনি বৃহস্পতিবারের নির্ধারিত ইভেন্টগুলোও বাতিল করেন, যার মধ্যে ভূমধ্যসাগর উপকূলে আক্কুইয়ু গ্রামে তুরস্কের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও ছিল।

ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকলেও অনলাইনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে স্থাপনাটির উদ্বোধন করেন তিনি। সেই অনুষ্ঠানে মি. এরদোয়ানকে ক্লান্ত ও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল।

আক্কুইয়ুর চারটি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের সবগুলোর সিংহভাগ মালিকানাই রাশিয়ান প্রতিষ্ঠান রোসাটমের। এগুলো তৈরি করতে বহু বছর লেগেছে।

নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই এই পাওয়ার প্ল্যান্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি এই সময় রাখা হয়েছিল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে দুই প্রেসিডেন্ট টেলিফোনে কথা বলেন। মস্কোর পক্ষ থেকে বলা হয় যে তারা দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গভীর করতে আগ্রহী।

শাসনামলের শুরুর দিকে রাস্তাঘাট ও হাসপাতালের মতো অবকাঠামো নির্মাণ করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন মি. এরদোয়ান। তুরস্কের সংসদ সদস্য নির্ধারণ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নির্বাচনের জন্য ভোট অনুষ্ঠিত হবে ১৪ই মে।

এই ধাপে যদি কোনো প্রেসিডেন্ট প্রার্থী অর্ধেকের বেশি ভোট না পায়, তাহলে দুই সপ্তাহ পর দ্বিতীয় রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে।

তুরস্কের বাইরে থাকা ৩৩ লাখ তুর্কি নাগরিক এরই মধ্যে ভোট দেয়া শুরু করেছেন। তাদের ভোট চলবে ৯ই মে পর্যন্ত। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বী মি. কিলিচদারোগলু ও তার শরিকরা নির্বাচন জিতলে সংসদীয় গণতন্ত্র পদ্ধতি ফিরিয়ে আনা সহ মি. এরদোয়ানের সময়ের অনেক নিয়মই পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।